চতুর্দশ অধ্যায়

আদর্শ গৃহস্থ-জীবন

এই অধ্যায়ে দেশ, কাল এবং পাত্র অনুসারে গৃহস্থের ধর্ম বর্ণিত হয়েছে। যুধিষ্ঠির মহারাজ যখন গৃহস্থের ধর্ম সম্বন্ধে জানতে অত্যন্ত উৎসুক হন, তখন নারদ মুনি তাঁকে উপদেশ দেন যে, গৃহস্থের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর করা এবং যথাবিহিত ভক্তিপরায়ণ কার্যকলাপের অনুষ্ঠান করে সর্বতোভাবে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করা। এই ভক্তি মহাজনদের উপদেশ অনুসারে ভগবানের সেবাপরায়ণ ভক্তদের সঙ্গে সম্পাদন করা কর্তব্য। ভগবদ্ভক্তি শুরু হয় শ্রবণের মাধ্যমে। মানুষের কর্তব্য আত্ম-তত্ত্ববেত্তা সাধুর শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করা। তার ফলে গৃহস্থের স্ত্রী-পুত্রের প্রতি আসক্তি ক্রমশ হ্রাস পাবে।

গৃহস্থের কর্তব্য পরিবার প্রতিপালনের জন্য যতটুকু আবশ্যক, ততটুকু অর্থই কেবল অর্জন করা। ধন সংগ্রহ এবং অনর্থক জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করার জন্য অত্যধিক পরিশ্রম করা উচিত নয়। গৃহস্থ যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে তাঁর জীবিকা অর্জনে অত্যন্ত উদ্যমশীল হবেন, কিন্তু অন্তরে পূর্ণরূপে আত্মাকে উপলব্ধি করে বিষয়ের প্রতি উদাসীন থাকবেন। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আদান প্রদান এবং মৈত্রী কেবল সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি আচরণ করবেন; সেই সম্পর্কে অত্যধিক লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। আত্মীয়-স্বজন এবং সমাজের উপদেশ উপর-উপরেই কেবল গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু অন্তরে শ্রীগুরুদেব এবং শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে যুক্ত থাকা উচিত। অর্থ উপার্জনের জন্য গৃহস্থের কৃষিকার্যে যুক্ত থাকা উচিত। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৪৪) উল্লেখ করা হয়েছে, *কৃষি-গোরক্ষ্যবাণিজ্যম্*—গৃহস্থের বিশেষ কর্তব্য। যদি দৈবাৎ অধিক ধন প্রাপ্তি হয়, তা হলে তা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারের জন্য ব্যবহার করা প্রয়োজন। কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য অধিক অর্থ উপার্জনে আগ্রহী হওয়া উচিত নয়। গৃহস্থের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সংগ্রহ করার প্রয়াস চুরি করারই সামিল এবং সেই জন্য প্রকৃতির নিয়মে তাঁকে দণ্ডভোগ করতে হবে।

গৃহস্থের কর্তব্য পশু, পক্ষী এবং মৌমাছির প্রতি পিতার মতো স্নেহপরায়ণ হওয়া। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য গৃহস্থের পশু-পক্ষী হত্যা করা উচিত নয়। কুকুর ও অধম প্রাণীদেরও জীবনের আবশ্যকতাগুলি প্রদান করা এবং নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য অন্যদের শোষণ না করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* নির্দেশ অনুসারে প্রতিটি গৃহস্থ এক-একজন মহান সাম্যবাদী, যাঁরা সকলের জীবিকা প্রদান করেন। গৃহস্থের কর্তব্য তাঁর কাছে যা কিছু রয়েছে, তা সবই সমস্ত জীবের মধ্যে সমভাবে বিতরণ করা। বিতরণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে প্রসাদ বিতরণ।

গৃহস্থের কর্তব্য তাঁর স্ত্রীর প্রতি অধিক আসক্ত না হয়ে, তাঁকে অতিথি সেবায় নিযুক্ত করা। ভগবানের কৃপায় গৃহস্থ যে ধন সংগ্রহ করেন, তা পঞ্চ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে, অর্থাৎ ভগবানের পূজায়, বৈষ্ণব এবং ঋষিদের সেবায়, মানুষ এবং অন্যান্য জীবদের প্রসাদ বিতরণে, পিতৃপুরুষদের প্রসাদ অর্পণে এবং নিজেও প্রসাদ গ্রহণ করে ব্যয় করা উচিত। গৃহস্থের কর্তব্য সর্বদা উপরোক্ত সকলের পূজা করা। ভগবানকে নিবেদন না করে গৃহস্থের কোন কিছুই আহার করা উচিত নয়। *ভগবদ্গীতায়* (৩/১৩) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ* —"ভগবদ্ভক্ত সর্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্ত, কারণ তাঁরা যজ্ঞে ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদই কেবল সেবা করেন।" *পুরাণে* উল্লেখিত তীর্থস্থানে ভ্রমণ করাও গৃহস্থের কর্তব্য। এইভাবে তাঁর পরিবার, সমাজ, দেশ এবং সমগ্র মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়াই গৃহস্থের কর্তব্য।

শ্লোক ১

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ

গৃহস্থ এতাং পদবীং বিধিনা যেন চাঞ্জসা ।
যায়াদ্দেবঋষে ব্রূহি মাদৃশো গৃহমূঢ়ধীঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-যুধিষ্ঠিরঃ উবাচ—যুধিষ্ঠির মহারাজ বললেন; **গৃহস্থঃ**—গৃহস্থ অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাঁর পরিবারের সঙ্গে বাস করেন; **এতাম্**—এই (পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত পন্থা); **পদবীম্**—মুক্তিপদ; **বিধিনা**—বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে; **যেন**—যার দ্বারা; **চ**—ও; **অঞ্জসা**—অনায়াসে; **যায়াৎ**—পেতে পারে; **দেব-ঋষে**—হে দেবর্ষি; **ব্রূহি**—দয়া করে বলুন; **মাদৃশঃ**—আমার মতো; **গৃহ-মূঢ়ধীঃ**—জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির নারদ মুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন— হে দেবর্ষি, জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ আমাদের মতো গৃহব্রত ব্যক্তিরাও যে বৈদিক বিধি অনুসারে অনায়াসে মুক্তিপদ লাভ করতে পারে, দয়া করে আমাকে তা বলুন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে নারদ মুনি বলেছেন কিভাবে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসীর আচরণ করা উচিত। প্রথমে তিনি ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসীর আচরণ বর্ণনা করেছেন, কারণ জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই তিনটি আশ্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস-আশ্রমে যৌন জীবনের কোন অবকাশ নেই, কিন্তু গৃহস্থ-জীবনে বিধি-নিষেধের নিয়ন্ত্রণাধীনে মৈথুন অনুমোদন করা হয়েছে। নারদ মুনি তাই প্রথমে ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস-আশ্রমের বর্ণনা করেছেন, কারণ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, মৈথুনের কোন আবশ্যকতা নেই। আর যদি তার একান্তই প্রয়োজন থাকে, তা হলে শাস্ত্র এবং গুরুর নির্দেশ অনুসারে গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করা যেতে পারে। যুধিষ্ঠির মহারাজ সেই সব ভালভাবেই জানতেন। তাই, একজন গৃহস্থরূপে তিনি নিজেকে একজন *গৃহমূঢ়ধীঃ,* অর্থাৎ জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ বলে উপস্থাপন করেছেন। যে ব্যক্তি গৃহস্থ-আশ্রমে থাকেন, তিনি নিশ্চয়ই জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ; তাঁর বুদ্ধি খুব একটা উন্নত নয়। তাই যত শীঘ্র সম্ভব গৃহস্থ-জীবনের তথাকথিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশ পরিত্যাগ করে, তপস্যা অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। *তপো দিব্যং পুত্রকা।* নিজের পুত্রদের প্রতি ঋষভদেবের উপদেশ উপলব্ধি করে, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে গৃহে তথাকথিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা না করে, তপস্যা অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হওয়া। জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষের এইভাবে জীবন-যাপন করা উচিত।

শ্লোক ২

শ্রীনারদ উবাচ

গৃহেষ্ববস্থিতো রাজন্ ক্রিয়াঃ কুর্বন্ যথোচিতাঃ ।
বাসুদেবার্পণং সাক্ষাদুপাসীত মহামুনীন্ ॥ ২ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি উত্তর দিলেন; **গৃহেষু**—গৃহে; **অবস্থিতঃ**—অবস্থান করে (গৃহস্থ সাধারণত তাঁর স্ত্রী-পুত্র সহ গৃহে বাস করেন); **রাজন্**—হে রাজন্; **ক্রিয়াঃ**—কার্যকলাপ; **কুর্বন্**—অনুষ্ঠান করে; **যথোচিতাঃ**—উপযুক্ত (গুরু এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে); **বাসুদেব**—ভগবান বাসুদেবকে; **অর্পণম্**—অর্পণ করে; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **উপাসীত**—উপাসনা করা উচিত; **মহা-মুনীন্**—মহান ভক্তগণ।

অনুবাদ

নারদ মুনি উত্তর দিলেন—হে রাজন্, যাঁরা গৃহস্থরূপে গৃহে অবস্থান করেন, তাঁদের অবশ্য কর্তব্য, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য তাঁদের কর্মের ফল ভোগ করার চেষ্টা না করে, তাঁদের জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁরা যা অর্জন করেন, তা সবই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা। ভগবানের মহান ভক্তদের সঙ্গ করার মাধ্যমে এই জীবনেই বাসুদেবকে সন্তুষ্ট করার পন্থা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

তাৎপর্য

গৃহস্থ-জীবন ভগবানের উদ্দেশ্যে অর্পিত হওয়া উচিত। *ভগবদ্গীতায়* (৬/১) বলা হয়েছে—

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥

"যিনি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম ত্যাগ করেছেন, তিনি সন্ন্যাসী বা যোগী নন; যিনি কোন রকম ফলের আশা না করে তাঁর কর্তব্য কর্ম করেন, তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী বা যোগী।" ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসীর যেভাবেই জীবন-যাপন করা হোক না কেন, তার উদ্দেশ্য কেবল বসুদেব-তনয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই হওয়া উচিত। সেটিই সকলের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। নারদ মুনি ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসীর জীবনের লক্ষ্য ইতিমধ্যেই বর্ণনা করেছেন, এবং এখন তিনি বর্ণনা করছেন গৃহস্থ কিভাবে তার জীবন-যাপন করবে। সকলেরই জীবনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা।

ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের বিধি বর্ণনা করে এখানে বলা হয়েছে—*সাক্ষাদ্ উপাসিত মহামুনীন্*। *মহামুনীন্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে মহাত্মা বা ভক্ত। সাধুদের সাধারণত বলা হয় মুনি বা চিন্তাশীল দার্শনিক, যাঁরা চিন্ময় বিষয়ে আগ্রহশীল, এবং *মহামুনীন্* শব্দে তাঁদের বোঝানো হয়েছে, যাঁরা কেবল জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিশদভাবে অধ্যয়নই করেননি, অধিকন্তু ভগবান বাসুদেবের সন্তুষ্টি বিধানে

প্রকৃতপক্ষে যুক্ত। তাঁদের বলা হয় ভগবদ্ভক্ত। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ব্যতীত *বাসুদেবার্পণ* বা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের কাছে জীবন উৎসর্গ করার বিধি শেখা যায় না।

ভারতবর্ষে এই বিধি নিষ্ঠা সহকারে পালন করা হত। এমন কি পঞ্চাশ বছর আগেও আমি দেখেছি বাংলার গ্রামে এবং কলকাতার শহরের বহির্ভাগে মানুষেরা দিনান্তে অথবা অন্ততপক্ষে সন্ধ্যাবেলায় ঘুমোতে যাওয়ার আগে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করত। প্রত্যেকেই *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করত। প্রতিটি গ্রামে *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ হত, এবং তার ফলে মানুষেরা *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করার সুযোগ পেত, যাতে জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে সব কিছু বর্ণনা করা হয়েছে। তা স্পষ্টভাবে পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করা হবে।

শ্লোক ৩-৪

শৃণ্বন্ ভগবতোঽভীক্ষ্ণমবতারকথামৃতম্ ।
শ্রদ্দধানো যথাকালমুপশান্তজনাবৃতঃ ॥ ৩ ॥
সৎসঙ্গাচ্ছনকৈঃ সঙ্গমাত্মজায়াত্মজাদিষু ।
বিমুঞ্চেন্মুচ্যমানেষু স্বয়ং স্বপ্নবদুত্থিতঃ ॥ ৪ ॥

শৃণ্বন্—শ্রবণ করে; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **অভীক্ষ্ণম্**—সর্বদা; **অবতার**—অবতারের; **কথা**—বর্ণনা; **অমৃতম্**—অমৃত; **শ্রদ্দধানঃ**—ভগবানের বিষয়ে শ্রবণ করতে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল; **যথা-কালম্**—কাল অনুসারে (সাধারণত গৃহস্থ সন্ধ্যাবেলায় অথবা বিকেলে সময় পান); **উপশান্ত**—জড়-জাগতিক কার্যকলাপের অবসানে; **জন**—ব্যক্তিদের দ্বারা; **আবৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে; **সৎ-সঙ্গাৎ**—এই প্রকার সৎসঙ্গ থেকে; **শনকৈঃ**—ক্রমশ; **সঙ্গম্**—সঙ্গ; **আত্ম**—দেহে; **জায়া**—পত্নী; **আত্ম-জ-আদিষু**—এবং সন্তানেও; **বিমুঞ্চেৎ**—এই প্রকার সঙ্গের আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া উচিত; **মুচ্যমানেষু**—মুক্ত হয়ে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **স্বপ্ন-বৎ**—স্বপ্নের মতো; **উত্থিতঃ**—জাগ্রত।

অনুবাদ

গৃহস্থের কর্তব্য বার বার সাধুসঙ্গ করা, এবং গভীর শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণে ভগবান ও তাঁর অবতারদের কার্যকলাপের যে অমৃতময় বর্ণনা করা হয়েছে তা শ্রবণ করা। এইভাবে মানুষ ধীরে ধীরে তাঁর স্ত্রী-পুত্রের প্রতি আসক্তি থেকে মুক্ত হতে পারেন, ঠিক যেভাবে মানুষ স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে।

তাৎপর্য

সারা পৃথিবী জুড়ে গৃহস্থদের বিশেষভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *ভগবদ্গীতা* শ্রবণ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন স্থাপিত হয়েছে। এই পন্থাটি হচ্ছে শ্রবণ এবং কীর্তন করার পন্থা (*শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ*)। সকলকেই, বিশেষ করে গৃহস্থদের, যারা *মূঢ়ধী*, অর্থাৎ জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাদের কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার সুযোগ দেওয়া উচিত। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের বিভিন্ন কেন্দ্রে, যেখানে *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* আলোচনার মাধ্যমে কৃষ্ণকথা হয়, তা শ্রবণ করে তারা অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার, নেশা এবং দ্যূতক্রীড়া আদি পাপকর্মে নিরন্তর লিপ্ত হওয়ার প্রবণতা থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হবে। এইভাবে তারা জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হতে পারে। *পুণ্যশ্রবণ-কীর্তনঃ*। কেবল **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—এই মহামন্ত্রের কীর্তনে যোগদান করে এবং *ভগবদ্গীতা* থেকে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে শ্রবণ করে মানুষ পবিত্র হতে পারে, বিশেষ করে তারা যদি প্রসাদও গ্রহণ করে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে এই সবই হচ্ছে।

এখানে আর একটি বিশেষ বর্ণনা করা হয়েছে—*শৃণ্বন্ ভগবতোঽভীক্ষ্ণম্ অবতার-কথামৃতম্*। এমন নয় যে, কেউ যদি একবার *ভগবদ্গীতা* পাঠ করে থাকে, তা হলে তাকে আর শ্রবণ করতে হবে না। *অভীক্ষ্ণম্* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বার বার শ্রবণ করা উচিত। বন্ধ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না—এই সমস্ত বিষয়ে যদি বহুবার পাঠ করা হয়ে থাকে, তবুও তা বার বার পাঠ করা উচিত, কারণ ভগবৎ-কথা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী এবং কৃষ্ণভক্তদের বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের কথা হচ্ছে অমৃত। এই অমৃত মানুষ যতই পান করে, ততই সে নিত্য জীবনে অগ্রসর হয়।

মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুক্তি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, কলিযুগের প্রভাবে, প্রতিদিন গৃহস্থেরা গর্দভের মতো কঠোর পরিশ্রম করছে। খুব ভোরে উঠে তারা তাদের অন্নের সংস্থানের জন্য শত শত মাইল পর্যন্ত ভ্রমণ করে। বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে আমি দেখেছি যে, মানুষ পাঁচটার সময় ঘুম থেকে উঠে অফিসে এবং ফ্যাক্টরীতে যায় তাদের জীবিকা উপার্জনের জন্য। কলকাতা, বোম্বে আদি শহরেও মানুষ প্রতিদিন তাই করছে। তারা অফিস অথবা ফ্যাক্টরীতে কঠোর পরিশ্রম করে, তারপর পরিবহণে তিন-চার ঘণ্টা সময় ব্যয় করে ঘরে ফেরে। তারপর তারা দশটার সময় ঘুমোতে যায় এবং অফিসে বা ফ্যাক্টরীতে যাবার জন্য আবার খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠে। এই প্রকার কঠোর পরিশ্রমের জীবনকে

শাস্ত্রে শূকর এবং বিষ্ঠাভোজীদের জীবন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *নায়ং দেহো দেহভাজাং নৃলোকে কষ্টান্ কামানর্হতে বিড্‌ভুজাং যে*—"যারা এই জগতে জড় শরীর ধারণ করেছে, সেই সমস্ত জীবদের মধ্যে যারা মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, তাদের কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা উচিত নয়, যা কুকুর এবং বিষ্ঠাভোজী শূকরদেরও লাভ হয়ে থাকে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/৫/১) মানুষের কর্তব্য *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *ভগবদ্গীতা* শ্রবণ করার জন্য কিছু সময় করে নেওয়া। সেটিই হচ্ছে বৈদিক সংস্কৃতি। জীবিকা অর্জনের জন্য গৃহস্থদের বড় জোর আট ঘণ্টা কাজ করা উচিত, এবং বিকেলে অথবা সন্ধ্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর অবতারের কার্যকলাপ শ্রবণ করার জন্য ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করা উচিত। এইভাবে ধীরে ধীরে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার জন্য সময় বরাদ্দ না করে, অফিসে এবং কারখানায় কঠোর পরিশ্রম করার পর, গৃহস্থেরা রেস্টুরেন্ট অথবা ক্লাবে গিয়ে কৃষ্ণকথার পরিবর্তে অসুর এবং অভক্তদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করে এবং যৌনসঙ্গ, মদ, মেয়েমানুষ ও মাংস আহার উপভোগ করে তাদের সময় নষ্ট করে। এটি গৃহস্থ জীবন নয়, এটি আসুরিক জীবন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে তার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে, এই প্রকার অধঃপতিত এবং নিন্দিত ব্যক্তিদের শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করার সুযোগ দিচ্ছে।

স্বপ্নে আমরা সমাজ, সখ্য এবং প্রেম গড়ে তুলি, এবং যখন আমরা জেগে উঠি, তখন দেখি যে তার কোন অস্তিত্ব নেই। তেমনই মানুষের স্থূল সমাজ, পরিবার, প্রেম আদিও স্বপ্ন, এবং আমাদের মৃত্যুর সময় এই স্বপ্নটি শেষ হয়ে যাবে। অতএব, সূক্ষ্ম স্বপ্নই হোক অথবা স্থূল স্বপ্নই হোক, এই স্বপ্নগুলি মিথ্যা এবং অনিত্য। মানুষের প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে আত্মারূপী নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করা (*অহং ব্রহ্মাস্মি*) এবং তাই তার কার্যকলাপ ভিন্ন হওয়া উচিত, তা হলে সে সুখী হতে পারবে।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"যিনি এইভাবে চিন্ময় ভাব লাভ করেছেন, তিনি পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি কখনই কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। সেই অবস্থায় তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৫৪) যিনি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন, তিনি অনায়াসে জড়-জাগতিক জীবনের স্বপ্ন থেকে মুক্ত হতে পারেন।

শ্লোক ৫

যাবদর্থমুপাসীনো দেহে গেহে চ পণ্ডিতঃ ।
বিরক্তো রক্তবৎ তত্র নৃলোকে নরতাং ন্যসেৎ ॥ ৫ ॥

যাবৎ-অর্থম্—জীবিকা নির্বাহের জন্য যতটুকু প্রচেষ্টার প্রয়োজন; **উপাসীনঃ**—অর্জন করে; **দেহে**—দেহে; **গেহে**—পারিবারিক ব্যাপারে; **চ**—ও; **পণ্ডিতঃ**—বিদ্বান; **বিরক্তঃ**—অনাসক্ত; **রক্ত-বৎ**—যেন অত্যন্ত আসক্ত; **তত্র**—তাতে; **নৃ-লোকে**—মানব-সমাজে; **নরতাম্**—মনুষ্য-জীবন; **ন্যসেৎ**—প্রকাশ করা উচিত।

অনুবাদ

প্রকৃতই যিনি পণ্ডিত তাঁর কর্তব্য, দেহ ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই উপার্জন করার জন্য কার্য করা এবং পারিবারিক বিষয়ে অনাসক্ত হয়ে মানব-সমাজে বসবাস করা, এবং এমনভাবে আচরণ করা যাতে বাইরে থেকে তাঁকে অত্যন্ত আসক্ত বলে মনে হয়।

তাৎপর্য

এটিই আদর্শ পারিবারিক জীবনের চিত্র। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন রামানন্দ রায়কে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন রামানন্দ রায় শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিভিন্ন বিধির বর্ণনা করেছিলেন, এবং চরমে তিনি বলেছিলেন ব্রাহ্মণ, শূদ্র, সন্ন্যাসী অথবা তিনি যা কিছুই হোন না কেন, মানুষকে তার স্বীয় স্থিতিতে অবস্থান করে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধানের চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে (*অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*)। সেটিই মনুষ্য জীবনের যথার্থ সদ্ব্যবহার। মানুষ যখন আহার, নিদ্রা, মৈথুন ও আত্মরক্ষার পশু-প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করার জন্য অনর্থক লিপ্ত হয়ে মনুষ্য-জীবনরূপী অনুপম উপহারটির অপব্যবহার করে, এবং মায়ার কবল থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা না করে, বারংবার জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির অধীন হয়, তখন প্রকৃতির নিয়মে তাকে পুনরায় নিম্নস্তরে পশুজীবনে অধঃপতিত হয়ে দণ্ড ভোগ করতে বাধ্য হতে হয়। *প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ* । সর্বতোভাবে জড়া প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে, মনুষ্য-জীবন লাভ না করা পর্যন্ত প্রত্যেক জীবকে বিবর্তনের মাধ্যমে পুনরায় নিম্নস্তরের যোনি থেকে উচ্চস্তরের যোনিতে উন্নীত হতে হয়। সে যখন মনুষ্য শরীর লাভ করে, তখন সে জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। জ্ঞানী ব্যক্তি কিন্তু শাস্ত্র এবং

গুরু থেকে জানতে পারেন যে জীব নিত্য, কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে বিভিন্ন গুণের সঙ্গ প্রভাবে তাঁকে বিবিধ ক্লেশ ভোগ করতে হয়। তাই তিনি স্থির করেন যে, মনুষ্য-জীবনে অনর্থক প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য প্রয়াস করা উচিত নয়, পক্ষান্তরে কেবল প্রাণ ধারণের জন্য সরল জীবন যাপন করা উচিত। মানুষের অবশ্যই জীবিকা উপার্জনের কোন উপায়ের প্রয়োজন, এবং শাস্ত্রে বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে এই জীবিকা নির্বাহের উপায়ের বর্ণনা করা হয়েছে। তা নিয়েই মানুষের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তাই নিষ্ঠাপরায়ণ ভগবদ্ভক্ত অধিক থেকে অধিকতর ধনের আকাঙ্ক্ষা না করে জীবিকা নির্বাহের কোন উপায় উদ্ভাবন করার চেষ্টা করেন, এবং তিনি যখন তা করেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁকে সাহায্য করেন। তাই জীবিকা উপার্জন কোন সমস্যা নয়। প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে কিভাবে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এইভাবে মুক্তি লাভ করা, এবং অনর্থক আবশ্যকতা সৃষ্টি না করা বৈদিক সভ্যতার মূল নীতি। আপনা থেকেই জীবিকা নির্বাহের যে উপায় লাভ হয়, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আধুনিক জড় সভ্যতা সেই আদর্শ সভ্যতার ঠিক বিপরীত। আধুনিক সমাজের তথাকথিত নেতারা প্রতিদিন নতুন কিছু উদ্ভাবন করছে, যার ফলে মানুষের জীবন জটিল হয়ে উঠছে এবং তারা জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির চক্রে আরও গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ছে।

শ্লোক ৬

জ্ঞাতয়ঃ পিতরৌ পুত্রা ভ্রাতরঃ সুহৃদোঽপরে ।
যদ্ বদন্তি যদিচ্ছন্তি চানুমোদেত নির্মমঃ ॥ ৬ ॥

জ্ঞাতয়ঃ—আত্মীয়-স্বজন; **পিতরৌ**—পিতা এবং মাতা; **পুত্রাঃ**—সন্তান; **ভ্রাতরঃ**—ভ্রাতা; **সুহৃদঃ**—বন্ধু; **অপরে**—এবং অন্যেরা; **যৎ**—যা কিছু; **বদন্তি**—বলে (জীবিকা নির্বাহের উপায় সম্বন্ধে); **যৎ**—যা কিছু; **ইচ্ছন্তি**—তারা ইচ্ছা করে; **চ**—এবং; **অনুমোদেত**—তার অনুমোদন করা উচিত; **নির্মমঃ**—মমতাশূন্য হয়ে।

অনুবাদ

মানব-সমাজে বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য তাঁর কার্যকলাপ অত্যন্ত সহজ-সরল রাখা। তাঁর আত্মীয়-স্বজন, পিতা-মাতা, পুত্র, ভাই এবং অন্যেরা যদি তাঁকে কোন প্রস্তাব

দেয়, তা হলে বাইরে "হ্যাঁ তা ঠিকই," বলে সম্মতি প্রদর্শন করে অন্তরে যে জটিল পরিস্থিতি জীবনের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করবে না, সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি না করতে তাঁর বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত।

শ্লোক ৭

দিব্যং ভৌমং চান্তরীক্ষং বিত্তমচ্যুতনির্মিতম্ ।
তৎ সর্বমুপযুঞ্জান এতৎ কুর্যাৎ স্বতো বুধঃ ॥ ৭ ॥

দিব্যম্—বৃষ্টি হওয়ার ফলে সহজেই লভ্য; **ভৌমম্**—খনি এবং সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত; **চ**—এবং; **আন্তরীক্ষম্**—অকস্মাৎ প্রাপ্ত; **বিত্তম্**—সমস্ত সম্পদ; **অচ্যুত-নির্মিতম্**—ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট; **তৎ**—সেই বস্তু; **সর্বম্**—সমস্ত; **উপযুঞ্জান**—(সমগ্র মানব-সমাজ বা সমস্ত প্রাণীদের) ব্যবহারের জন্য; **এতৎ**—এই (প্রাণ ধারণের জন্য); **কুর্যাৎ**—করা কর্তব্য; **স্বতঃ**—অতিরিক্ত পরিশ্রম বিনা আপনা থেকেই প্রাপ্ত; **বুধঃ**—বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

অনুবাদ

ভগবানের দ্বারা সৃষ্ট প্রাকৃতিক উপাদানগুলি জীবের প্রাণ ধারণের জন্য উপযোগ করা উচিত। জীবন ধারণের প্রয়োজন তিন প্রকার—আকাশ থেকে উৎপন্ন (বৃষ্টি থেকে), ভূমি থেকে উৎপন্ন (খনি, সমুদ্র অথবা ক্ষেত্র থেকে), এবং বায়ুমণ্ডল থেকে যা (অকস্মাৎ এবং অপ্রত্যাশিতভাবে) পাওয়া যায়।

তাৎপর্য

আমরা বিভিন্ন জীবেরা সকলেই ভগবানের সন্তান, যে কথা ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (১৪/৪) প্রতিপন্ন করেছেন—

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥

"হে কৌন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যত মূর্তি প্রকাশিত হয়, ব্রহ্মরূপ যোনিই তাদের জননী স্বরূপা এবং আমি তাদের বীজ প্রদানকারী পিতা।" পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন যোনিসম্ভূত সমস্ত জীবের পিতা। বুদ্ধিমান ব্যক্তি দেখতে পান যে, ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন দেহসম্পন্ন জীবেরা ভগবানের বিভিন্ন অংশ এবং তাঁর সন্তান। জড় জগতে এবং চিৎ-জগতে সব কিছুই ভগবানের সম্পত্তি (*ঈশাবাস্যমিদং*

সর্বম্), এবং তাই সব কিছুই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত। শ্রীল রূপ গোস্বামী এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

"যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুকে প্রাপঞ্চিক বলে মনে করে মুক্তি লাভের আশায় সেগুলি ত্যাগ করে, তার সেই বৈরাগ্য ফল্গু বৈরাগ্য।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/২৫৬) মায়াবাদীরা যদিও বলে যে জড় জগৎ মিথ্যা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মিথ্যা নয়; তা বাস্তব। কিন্তু সব কিছু মানব-সমাজের সম্পত্তি বলে যে ধারণা, সেটি মিথ্যা। সব কিছুই ভগবানের, কারণ তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত জীবেরা ভগবানের সন্তান হওয়ার ফলে, ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে, তাদের পিতার সম্পত্তির উপর স্বাভাবিক দাবি রয়েছে। *উপনিষদে* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্*। ভগবান যে বরাদ্দ নির্ধারণ করেছেন তা নিয়েই প্রতিটি জীবের সন্তুষ্ট থাকা উচিত; অন্যের অধিকারে বা সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥

"অন্ন খেয়ে প্রাণীগণ জীবন ধারণ করে; বৃষ্টি হওয়ার ফলে অন্ন উৎপন্ন হয়; যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়; শাস্ত্রোক্ত কর্ম থেকে যজ্ঞ উৎপন্ন হয়।" (*ভগবদ্গীতা* ৩/১৪) যখন যথেষ্ট পরিমাণে শস্য উৎপাদন হয়, তখন পশু এবং মানুষের অনায়াসে ভরণ-পোষণ হয়। সেটি প্রকৃতির আয়োজন। *প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ* । সকলেই জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীনে কার্য করছে, এবং মূর্খেরাই কেবল মনে করে যে, তারা ভগবানের সৃষ্ট বস্তু সংশোধন করতে পারে। গৃহস্থদের বিশেষ দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের মধ্যে, জাতির মধ্যে, সমাজের মধ্যে এবং রাষ্ট্রের মধ্যে যাতে কোন রকম সংঘর্ষ বিনা ভগবানের আইন পালন করা হয় তা দেখা। মানব সমাজের কর্তব্য ভগবানের দেওয়া উপহারগুলি, বিশেষ করে আকাশ থেকে বৃষ্টি হওয়ার ফলে যে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, সেগুলির সদুপযোগ করা। *ভগবদ্গীতায়* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যঃ*। অতএব যাতে নিয়মিতভাবে বৃষ্টি হয়, সেই জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত। পূর্বে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হত অগ্নিতে ঘি এবং শস্য আহুতি দেওয়ার

মাধ্যমে, কিন্তু এই যুগে তা সম্ভব নয়, কারণ মানুষের পাপের জন্য ঘি এবং শস্য উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু, মানুষের কর্তব্য কৃষ্ণভক্তির সুযোগ নিয়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা, যা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে (*যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ*)। সারা পৃথিবীর মানুষ যদি এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন অবলম্বন করে ভগবানের দিব্য নাম এবং মহিমা সমন্বিত এই মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তা হলে বৃষ্টির অভাব হবে না, এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে শস্য, ফল, ফুল আদি উৎপন্ন হবে, এবং তার ফলে জীবনের সমস্ত প্রয়োজনগুলি অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যাবে। গৃহস্থদের কর্তব্য এই সমস্ত প্রাকৃতিক উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করা। তাই বলা হয়েছে, *তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদঃ*। বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার করা, এবং তা হলে জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি আপনা থেকেই লাভ করা যাবে।

শ্লোক ৮

যাবদ্ ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্ ।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি ॥ ৮ ॥

যাবৎ—যতখানি; **ভ্রিয়েত**—পূর্ণ করা যায়; **জঠরম্**—উদর; **তাবৎ**—ততখানি; **স্বত্বম্**—মালিকানা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **দেহিনাম্**—জীবের; **অধিকম্**—তার থেকে অধিক; **যঃ**—যে; **অভিমন্যেত**—গ্রহণ করে; **সঃ**—সে; **স্তেনঃ**—চোর; **দণ্ডম্**—দণ্ড; **অর্হতি**—যোগ্য হয়।

অনুবাদ

প্রাণ ধারণের জন্য যত পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তত পরিমাণ অর্থই কেবল অধিকার করা উচিত, তার অধিক অধিকার করা হলে চুরি করা হয়, এবং সে তখন প্রকৃতির নিয়মে দণ্ডনীয় হয়।

তাৎপর্য

ভগবানের কৃপায় আমরা প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য প্রাপ্ত হই অথবা অকস্মাৎ প্রচুর দান প্রাপ্ত হই অথবা ব্যবসায় অপ্রত্যাশিতভাবে লাভ হয়। এইভাবে আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ প্রাপ্ত হতে পারি। অতএব, এই অর্থ কিভাবে ব্যয় করা উচিত? সেই ধন পুঁজি বাড়াবার জন্য ব্যাঙ্কে জমানো উচিত নয়।

ভগবদ্গীতায় (১৬/১৩) সেই মনোভাবকে আসুরিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥

"অসুরেরা মনে করে, 'আজ আমার এত ধন রয়েছে, এবং আমার পরিকল্পনা অনুসারে আমি আরও ধন লাভ করব। আমার এখন এত রয়েছে, এবং ভবিষ্যতে তা আরও বর্ধিত হবে।' " অসুরদের চিন্তা, ব্যাঙ্কে আজ তার এত টাকা রয়েছে এবং কাল কিভাবে তা আরও বর্ধিত হবে, কিন্তু অনিয়ন্ত্রিতভাবে ধন-সংগ্রহ শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়নি অথবা আধুনিক যুগে সরকারের দ্বারাও অনুমোদিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, কারও যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন থাকে, তা হলে সেই উদ্বৃত্ত ধন শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যয় করা উচিত। বৈদিক সভ্যতা অনুসারে, তা সবই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে দান করা উচিত। সেই নির্দেশ দিয়ে *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৭) ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

"হে কৌন্তেয়, তুমি যা অনুষ্ঠান কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর এবং যে তপস্যা কর, সেই সমস্তই আমাকে সমর্পণ কর।" গৃহস্থের কর্তব্য, অতিরিক্ত ধন কেবল কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের জন্যই ব্যয় করা।

গৃহস্থদের কর্তব্য, ভগবানের মন্দির তৈরি করার জন্য এবং সারা পৃথিবী জুড়ে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* অথবা কৃষ্ণভক্তির বাণী প্রচার করার উদ্দেশ্যে দান করা। *শৃণ্বন্ ভগবতোঽভীক্ষ্ণমবতারকথামৃতম্। শাস্ত্রে— পুরাণ* এবং অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে ভগবানের দিব্য কার্যকলাপের বহু বর্ণনা রয়েছে, সকলেরই কর্তব্য সেগুলি বার বার শ্রবণ করা। যেমন, আমরা যদি প্রতিদিন সমগ্র *ভগবদ্গীতার* আঠারোটি অধ্যায়ই পাঠ করি, তা হলে প্রতিটি পাঠে নতুন নতুন অর্থ প্রকাশিত হবে। সেটিই দিব্য শাস্ত্রের গুণ। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এইভাবে মানুষকে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের দ্বারা সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণের জন্য তাদের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করার সুযোগ দেয়। ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ মন্দির রয়েছে যেগুলি সমাজের ধনী ব্যক্তিরা তৈরি করেছেন, যাঁরা চোর বলে গণ্য হয়ে দণ্ডভোগ করতে চাননি।

এই শ্লোকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যদি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সঞ্চয় করে তা হলে সে চোর, এবং প্রকৃতির নিয়মে তাকে দণ্ডভোগ করতে হবে। যে ব্যক্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সংগ্রহ করে,

সে অধিক থেকে অধিকতর জড় সুখ ভোগ করার অভিলাষী হয়। জড়বাদীরা বহু কৃত্রিম প্রয়োজনের উদ্ভাবন করছে, এবং যাদের টাকা রয়েছে, তারা এই সমস্ত কৃত্রিম প্রলোভনের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে আরও ধন সঞ্চয় করার চেষ্টা করছে। এটিই আধুনিক অর্থনৈতিক উন্নতির আদর্শ। সকলেই অর্থ উপার্জনে ব্যস্ত, এবং সেই টাকা ব্যাঙ্কে রাখা হচ্ছে, এবং ব্যাঙ্ক আবার সেই টাকা জনসাধারণকে ধার দিচ্ছে। এই চক্রের সকলেই টাকার পিছনে ছুটছে, এবং তার ফলে মানব-জীবনের আসল উদ্দেশ্য মানুষ বিস্মৃত হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এই সভ্যতায় সকলেই চোর এবং তাই দণ্ডনীয়। প্রকৃতির নিয়মে জন্ম-মৃত্যুর চক্রের মাধ্যমে দণ্ডভোগ হয়। কেউই তার জড় বাসনা চরিতার্থ করে পূর্ণ সন্তোষ সহকারে মৃত্যুবরণ করে না। কারণ তা কখনই সম্ভব নয়। তাই মৃত্যুর সময় তাদের বাসনাগুলি চরিতার্থ করতে অক্ষম হওয়ার ফলে, তারা অত্যন্ত কষ্টভোগ করে। তখন তার অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থ করার জন্য প্রকৃতির নিয়মে সে আর একটি শরীর প্রাপ্ত হয়, এবং এইভাবে জন্মগ্রহণ করার পর আর একটি জড় শরীর ধারণ করে তাকে স্বেচ্ছায় বার বার ত্রিতাপ দুঃখ বরণ করতে হয়।

শ্লোক ৯

মৃগোষ্ট্রখরমর্কাখুসরীসৃপ্‌খগমক্ষিকাঃ ।
আত্মনঃ পুত্রবৎ পশ্যেৎ তৈরেষামন্তরং কিয়ৎ ॥ ৯ ॥

মৃগ—হরিণ; **উষ্ট্র**—উট; **খর**—গর্দভ; **মর্ক**—বানর; **আখু**—ইঁদুর; **সরীসৃপ্**—সাপ; **খগ**—পক্ষী; **মক্ষিকাঃ**—মাছি; **আত্মনঃ**—নিজের; **পুত্র-বৎ**—পুত্রের মতো; **পশ্যেৎ**—দর্শন করা উচিত; **তৈঃ**—সেই পুত্রদের থেকে; **এষাম্**—এই পশুদের; **অন্তরম্**—পার্থক্য; **কিয়ৎ**—কত কম।

অনুবাদ

হরিণ, উট, গাধা, বানর, ইঁদুর, সাপ, পাখি এবং মাছি, এদের নিজের পুত্রের মতো দর্শন করা উচিত। পুত্র এবং এই সমস্ত নিরীহ প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভক্ত জানেন যে, তাঁর গৃহে পশু এবং পুত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এমন কি সাধারণ মানুষের জীবনেও আমরা দেখতে পাই যে, গৃহপালিত কুকুর-

বিড়ালকেও পুত্রবৎ লালন-পালন করা হয়। পুত্রের মতো নির্বোধ পশুরাও ভগবানের সন্তান, এবং তাই কৃষ্ণভক্ত গৃহস্থ হলেও তাঁর পুত্র এবং অসহায় পশুদের মধ্যে কোন ভেদ দর্শন করা উচিত নয়। দুর্ভাগ্যবশত, আধুনিক সমাজ বিভিন্ন যোনির পশুদের হত্যা করার বহু উপায় উদ্ভাবন করেছে। যেমন, শস্যক্ষেত্রে ইঁদুর, মাছি এবং অন্যান্য প্রাণীরা উৎপাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, এবং অনেক সময় তাদের বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। কিন্তু এই শ্লোকে সেই প্রকার হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। ভগবানের দেওয়া অন্নে প্রতিটি জীবেরই পুষ্টিসাধন করা উচিত। মানব-সমাজের মনে করা উচিত নয় যে, তারাই হচ্ছে ভগবানের সম্পত্তির একমাত্র ভোক্তা; পক্ষান্তরে মানুষের বোঝা উচিত যে, অন্য সমস্ত প্রাণীদেরও ভগবানের সম্পত্তিতে অধিকার রয়েছে। এই শ্লোকে সাপের পর্যন্ত উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, গৃহস্থের সাপের প্রতিও হিংসা করা উচিত নয়। সকলেই যদি ভগবানের উপহার-স্বরূপ অন্ন আহার করে পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট থাকে, তা হলে জীবদের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব থাকবে কেন? আধুনিক যুগে মানুষেরা সাম্যবাদের অত্যন্ত পক্ষপাতী, কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকে যে সাম্যবাদের কথা বলা হয়েছে, তার থেকে শ্রেষ্ঠ কোন সাম্যবাদ থাকতে পারে বলে আমরা মনে করি না। সাম্যবাদী দেশগুলিতেও অসহায় পশুদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়, যদিও তাদেরও বরাদ্দ অন্ন আহার করে বেঁচে থাকার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

শ্লোক ১০

ত্রিবর্গং নাতিকৃচ্ছ্রেণ ভজেত গৃহমেধ্যপি ।
যথাদেশং যথাকালং যাবদ্দৈবোপপাদিতম্ ॥ ১০ ॥

ত্রি-বর্গম্—ত্রিবর্গ—ধর্ম, অর্থ এবং কাম; **ন**—না; **অতি-কৃচ্ছ্রেণ**—কঠোর প্রচেষ্টার দ্বারা; **ভজেত**—সম্পাদন করা উচিত; **গৃহমেধী**—গৃহাসক্ত ব্যক্তি; **অপি**—যদিও; **যথা-দেশম্**—স্থান অনুসারে; **যথা-কালম্**—কাল অনুসারে; **যাবৎ**—যতখানি; **দৈব**—ভগবানের কৃপায়; **উপপাদিতম্**—প্রাপ্ত।

অনুবাদ

কেউ যদি ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী অথবা বানপ্রস্থ না হয়ে কেবল গৃহস্থও হয়, তবুও তাঁর ধর্ম, অর্থ এবং কামের জন্য কঠোর প্রয়াস করা উচিত নয়। গৃহস্থ-জীবনেও

স্থান এবং কাল অনুসারে ভগবানের কৃপায় ন্যূনতম প্রয়াসের দ্বারা যা লাভ হয়, তা দিয়েই জীবন-যাপন করে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। উগ্রকর্মে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়।

তাৎপর্য

মনুষ্য-জীবনে চারটি উদ্দেশ্য সাধন করতে হয়—ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। প্রথমে বিধিবিধান পালন করে ধর্মপরায়ণ হতে হয়, এবং তারপর পরিবার প্রতিপালনের জন্য ও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কিছু অর্থ উপার্জন করতে হয়। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হচ্ছে বিবাহ, কারণ মৈথুন জড় দেহের মুখ্য প্রয়োজনের অন্যতম। *যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্।* মৈথুন যদিও জীবনের অত্যন্ত উন্নত মানের আবশ্যকতা নয়, তবুও জড় প্রবৃত্তির ফলে পশু এবং মানুষ উভয়েরই কিছু না কিছু ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের আবশ্যকতা হয়। বিবাহিত জীবনেই মানুষের সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে অথবা যৌন জীবনে শক্তিক্ষয় করা উচিত নয়।

অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের দায়িত্ব প্রধানত বৈশ্য এবং গৃহস্থদের উপর ন্যস্ত করা উচিত। মানব-সমাজকে বর্ণ এবং আশ্রমে বিভক্ত করা কর্তব্য—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। গৃহস্থদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ-গৃহস্থের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন এবং যাজন করে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তাঁর শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা জ্ঞান অর্জন, অন্যদের শিক্ষা দান, কিভাবে ভগবানের আরাধনা করতে হয় সেই শিক্ষা গ্রহণ এবং অন্যদের বিষ্ণুর আরাধনা, এমন কি দেব-দেবীদের আরাধনারও শিক্ষা দান করে জীবন-যাপন করা উচিত। ব্রাহ্মণ এই সমস্ত কর্ম করবেন কোন রকম পারিশ্রমিক না নিয়ে, কিন্তু যাদের তিনি মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেন, তাদের কাছ থেকে তিনি দান গ্রহণ করতে পারেন। ক্ষত্রিয়দের কার্য পৃথিবী শাসন করা, এবং কৃষি গোরক্ষা ও বাণিজ্যের জন্য বৈশ্যদের মধ্যে সেই ভূমি বণ্টন করা। শূদ্রদের কাজ দৈহিক পরিশ্রম করা; তাঁতি, কামার, কুমোর, স্বর্ণকার আদি বৃত্তিতে তারা যুক্ত হতে পারে অথবা তারা শস্য উৎপাদনের জন্য কৃষিক্ষেত্রে কর্মে নিযুক্ত হতে পারে।

মানুষের জীবন ধারণ করার বিভিন্ন বৃত্তি রয়েছে, এবং এইভাবে মানব-সমাজ সহজ-সরল হওয়া উচিত। বর্তমান সময়ে কিন্তু সকলেই যান্ত্রিক প্রগতি সাধনে ব্যস্ত, যাকে *ভগবদ্গীতায়* উগ্রকর্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই উগ্রকর্ম মানব-সমাজের বিশৃঙ্খলার কারণ। মানুষ বহু পাপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে এবং কসাইখানা,

চোলাই মদের কারখানা, সিগারেটের কারখানা, নাইট ক্লাব ইত্যাদি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সমস্ত প্রতিষ্ঠান খুলে অধঃপতিত হচ্ছে। এইভাবে তারা তাদের সর্বনাশ করছে। এই সমস্ত কার্যকলাপে গৃহস্থেরা অবশ্যই লিপ্ত, এবং তাই এখানে *অপি* শব্দটির ব্যবহারের দ্বারা উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, গৃহস্থ হলেও কঠোর পরিশ্রমে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। মানুষের জীবিকা নির্বাহের উপায় অত্যন্ত সহজ-সরল হওয়া উচিত। যারা গৃহস্থ নয়—ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী—তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু করণীয় নেই। অর্থাৎ সমাজের তিন-চতুর্থাংশ মানুষেরই কর্তব্য ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রয়াস ত্যাগ করে, কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধনের চেষ্টায় যুক্ত হওয়া। সমাজের এক-চতুর্থাংশ গৃহস্থেরাই কেবল শাস্ত্রের বিধান অনুসারে নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে লিপ্ত হতে পারে। গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসী, সকলেরই কর্তব্য তাঁদের সমস্ত শক্তি দিয়ে যৌথভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার চেষ্টা করা। এই প্রকার সভ্যতাকে বলা হয় দৈব-বর্ণাশ্রম। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে এই দৈব-বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠা করা, তথাকথিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন বর্ণাশ্রম, যা মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নয়, সেই ব্যবস্থায় মানুষকে অনুপ্রাণিত করা নয়।

শ্লোক ১১

আশ্বাঘান্তেঽবসায়িভ্যঃ কামান্ সংবিভজেদ্ যথা ।
অপ্যেকামাত্মনো দারাং নৃণাং স্বত্বগ্রহো যতঃ ॥ ১১ ॥

আ—এমন কি তাদের পর্যন্ত; **শ্ব**—কুকুর; **অঘ**—পতিত পশু বা জীব; **অন্তে অবসায়িভ্যঃ**—চণ্ডাল প্রভৃতিকে (যারা কুকুর এবং শূকরের মাংস খায়); **কামান্**—জীবনের আবশ্যকতাগুলি; **সংবিভজেৎ**—বিভক্ত করা উচিত; **যথা**—যতখানি (প্রয়োজন); **অপি**—ও; **একাম্**—এক; **আত্মনঃ**—নিজের; **দারাম্**—পত্নী; **নৃণাম্**—সাধারণ মানুষের; **স্বত্ব-গ্রহঃ**—পত্নীকে আত্মসদৃশ বলে স্বীকার করা হয়; **যতঃ**—যে কারণে।

অনুবাদ

কুকুর, পতিত মানুষ এবং চণ্ডাল প্রভৃতি অস্পৃশ্যদেরও গৃহস্থেরা যথাযোগ্য ভোগ্য বস্তু দিয়ে পালন করবেন। এমন কি অত্যন্ত মমতাস্পদ পত্নীকেও অতিথি সেবায় নিযুক্ত করা উচিত।

তাৎপর্য

যদিও আধুনিক সমাজে কুকুরকে গৃহের সামগ্রীরূপে গ্রহণ করা হয়, কিন্তু বৈদিক প্রথায় কুকুর অস্পৃশ্য; যে কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, কুকুরকে যথাযোগ্য আহার দিয়ে পালন করা যেতে পারে, কিন্তু তাকে গৃহে প্রবেশ করতে দেওয়া যেতে পারে না, শয়ন কক্ষে প্রবেশ করতে দেওয়ার তো কোন প্রশ্নই উঠে না। অস্পৃশ্য চণ্ডালদেরও জীবনের আবশ্যকতাগুলি প্রদান করা উচিত। সেই প্রসঙ্গে এখানে *যথা* অর্থাৎ 'যতখানি প্রয়োজন' শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। অন্ত্যজদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া উচিত নয়, কারণ তা হলে তার অপব্যবহার করবে। যেমন, বর্তমান সময়ে নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের সাধারণত প্রচুর বেতন দেওয়া হচ্ছে, এবং তারা সেই অর্থ জ্ঞান অর্জনে ও জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবহার না করে, সুরা পান ইত্যাদি পাপপূর্ণ কার্যে ব্যয় করছে। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩) উল্লেখ করা হয়েছে, *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*—মানব-সমাজে গুণ এবং কর্ম অনুসারে চারটি বর্ণবিভাগ করা আবশ্যক। সর্ব নিম্ন স্তরের মানুষেরা উচ্চতর বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন কাজ করতে পারে না। কিন্তু, যদিও গুণ এবং কর্ম অনুসারে এই শ্রেণীর মানুষেরা থাকবেই, কিন্তু এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের জীবনের আবশ্যকতাগুলি যেন অবশ্যই সরবরাহ করা হয়। বর্তমান যুগের সাম্যবাদীরা সকলকে জীবনের আবশ্যকতাগুলি সরবরাহ করার অনুকূলে, কিন্তু তারা কেবল মানুষদের কথা বিবেচনা করে, নিম্নস্তরের পশুদের কথা বিবেচনা করে না। কিন্তু *ভাগবতের* নীতি এতই উদার যে, তাতে মানুষ অথবা পশুর, সৎ অথবা অসৎ গুণ নির্বিশেষে, সকলেরই জীবনের আবশ্যকতাগুলি সরবরাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অতিথি সেবায় স্ত্রীকেও নিয়োজিত করার আদর্শটির উদ্দেশ্য হচ্ছে স্ত্রীর প্রতি অত্যধিক আসক্তি ধীরে ধীরে ত্যাগ করা, কারণ এই আসক্তির ফলে মানুষ পত্নীকে তার অর্ধাঙ্গিনী অথবা নিজের থেকে অভিন্ন বলে মনে করে। পূর্বে বলা হয়েছে যে, প্রভুত্ব করার বাসনা, এমন কি নিজের পরিবারের উপর প্রভুত্ব করার বাসনাও পরিত্যাগ করা কর্তব্য। জাগতিক জীবনের স্বপ্নই সংসার-চক্রে বন্ধনের কারণ, এবং তাই সেই স্বপ্ন পরিত্যাগ করা কর্তব্য। তার ফলে মনুষ্য-জীবনে পত্নীর প্রতি আসক্তিও ত্যাগ করা উচিত, যা এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শ্লোক ১২

জহ্যাদ্ যদর্থে স্বান্ প্রাণান্ হন্যাদ্ বা পিতরং গুরুম্ ।
তস্যাং স্বত্বং স্ত্রিয়াং জহ্যাদ্ যস্তেন হ্যজিতো জিতঃ ॥ ১২ ॥

জহ্যাৎ—ত্যাগ করতে পারে; **যৎ-অর্থে**—যার জন্য; **স্বান্**—নিজের; **প্রাণান্**—জীবন; **হন্যাৎ**—হত্যা করতে পারে; **বা**—অথবা; **পিতরম্**—পিতা; **গুরুম্**—গুরু; **তস্যাম্**—তার; **স্বত্বম্**—অধিকার; **স্ত্রিয়াম্**—স্ত্রীকে; **জহ্যাৎ**—পরিত্যাগ করা কর্তব্য; **যঃ**—যিনি (ভগবান); **তেন**—তার দ্বারা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অজিতঃ**—জয় করা যায় না; **জিতঃ**—বিজিত।

অনুবাদ

মানুষ তার পত্নীকে তার এতই আপন বলে মনে করে যে, তার জন্য সে নিজেকে হত্যা করতে পারে অথবা পিতা এবং গুরুকেও হত্যা করতে পারে। অতএব কেউ যদি সেই পত্নীর প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে, তা হলে তার দ্বারা অজিত ভগবানও বিজিত হন।

তাৎপর্য

প্রত্যেক পতি তার পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। তাই পত্নীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু কেউ যদি ভগবানের সেবার জন্য তা ত্যাগ করেন, তা হলে অজিত ভগবানও তাঁর বশীভূত হন। আর ভগবান যদি ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হন, তা হলে তাঁর অলভ্য কি থাকতে পারে? সুতরাং, মানুষ কেন তাঁর পত্নী এবং সন্তানের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে ভগবানের শরণাগত হবে না? তার ফলে কি ক্ষতি হয়? গৃহস্থ-জীবন মানেই হচ্ছে পত্নীর প্রতি আসক্তি, আর সন্ন্যাস-জীবনের অর্থ হচ্ছে সেই আসক্তি ত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হওয়া।

শ্লোক ১৩

কৃমিবিড্ভস্মনিষ্ঠান্তং ক্বেদং তুচ্ছং কলেবরম্ ।
ক্ব তদীয়রতির্ভার্যা ক্বায়মাত্মা নভশ্ছদিঃ ॥ ১৩ ॥

কৃমি—কৃমি; **বিট্**—বিষ্ঠা; **ভস্ম**—ভস্ম; **নিষ্ঠা**—আসক্তি; **অন্তম্**—শেষে; **ক্ব**—কি; **ইদম্**—এই (শরীর); **তুচ্ছম্**—অতি নগণ্য; **কলেবরম্**—জড় দেহ; **ক্ব**—তা

কি; **তদীয়-রতিঃ**— দেহের প্রতি আকর্ষণ; **ভার্যা**—পত্নী; **ক্ব অয়ম্**—এই শরীরের কি মূল্য; **আত্মা**—পরমাত্মা; **নভঃ-ছদিঃ**—আকাশের মতো সর্বব্যাপ্ত।

অনুবাদ

যথাযথভাবে বিবেচনা করে পত্নীর শরীরের প্রতি আকর্ষণ পরিত্যাগ করা কর্তব্য, কারণ সেই শরীর অন্তে কৃমি, বিষ্ঠা অথবা ভস্মে পরিণত হবে। এই তুচ্ছ শরীরের কি মূল্য? আর পরম পুরুষ ভগবান কত মহান, যিনি আকাশের মতো সর্বব্যাপ্ত!

তাৎপর্য

এখানেও সেই বিষয়ের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে—মানুষের কর্তব্য পত্নীর প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করা, অর্থাৎ মৈথুনাসক্তি পরিত্যাগ করা। যিনি বুদ্ধিমান, তিনি তাঁর পত্নীর দেহকে একটি জড় পদার্থের পিণ্ডের অতিরিক্ত কিছু বলে মনে করেন না, যা অন্তে কৃমি, বিষ্ঠা অথবা ভস্মে পরিণত হবে। বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নভাবে মানুষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করা হয়। কোন কোন সমাজে দেহটি শকুনদের খেতে দেওয়া হয়, এবং তাই দেহটি অন্তে শকুনের বিষ্ঠায় পরিণত হয়। কখনও কখনও দেহটি ফেলে দেওয়া হয়, এবং সেই ক্ষেত্রে দেহটি কৃমি-কীটদের দ্বারা ভক্ষ্য হয়। কোন সমাজে মৃত্যুর পরে দেহটি পুড়িয়ে ফেলা হয়, এবং সেই ক্ষেত্রে তা ভস্মে পরিণত হয়। প্রত্যেক অবস্থাতেই কেউ যদি বুদ্ধিমত্তা সহকারে দেহের উপাদান এবং তার অতীত আত্মার কথা বিবেচনা করেন, তা হলে তিনি বুঝতে পারবেন যে, দেহটির প্রকৃতপক্ষে কোনই মূল্য নেই। অন্তবন্ত ইমে *দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ*— যে কোন মুহূর্তে শরীরের বিনাশ হতে পারে, কিন্তু আত্মা নিত্য। কেউ যদি দেহের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করে আত্মার প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি করে, তা হলে তার জীবন সার্থক হয়। এটি কেবল বিচার করার বিষয়।

শ্লোক ১৪

সিদ্ধৈর্যজ্ঞাবশিষ্টার্থৈঃ কল্পয়েদ্ বৃত্তিমাত্মনঃ ।
শেষে স্বত্বং ত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ পদবীং মহতামিয়াৎ ॥ ১৪ ॥

সিদ্ধৈঃ— ভগবানের কৃপায় লব্ধ বস্তু; **যজ্ঞা-অবশিষ্ট-অর্থৈঃ**— পঞ্চসূনা যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর অথবা ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অবশিষ্ট; **কল্পয়েৎ**— বিবেচনা করা উচিত; **বৃত্তিম্**—জীবিকা; **আত্মনঃ**—আত্মার জন্য; **শেষে**—অন্তে;

স্বত্বম্—পত্নী, পুত্র, গৃহ, ব্যবসা আদির উপর তথাকথিত আধিপত্য; **ত্যজন্**—পরিত্যাগ করে; **প্রাজ্ঞঃ**—যাঁরা বিজ্ঞ; **পদবীম্**—পদ; **মহতাম্**—আধ্যাত্মিক চেতনায় পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট মহাপুরুষদের; **ইয়াৎ**—প্রাপ্ত হওয়া উচিত।

অনুবাদ

বুদ্ধিমান ব্যক্তির ভগবৎ-প্রসাদ অথবা পঞ্চসূনা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে যজ্ঞাবশিষ্ট আহার করে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তার ফলে দেহের প্রতি আসক্তি এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুর প্রতি তথাকথিত মমতা পরিত্যাগ করা যায়। কেউ যখন তা করতে সক্ষম হন, তখন তিনি মহাত্মার পদ প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

প্রকৃতি ইতিপূর্বেই আমাদের আহারের ব্যবস্থা করে রেখেছে। ভগবানের আদেশে ৮৪,০০,০০০ যোনির প্রতিটি জীবের জন্য আহারের সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে। *একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্*। প্রতিটি জীবকেই আহার করতে হয়, এবং প্রকৃতপক্ষে জীবনের আবশ্যকতাগুলি ভগবান ইতিমধ্যেই আয়োজন করে রেখেছেন। হাতি এবং পিঁপড়ে উভয়ের জন্য ভগবান আহারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই প্রতিটি জীব জীবন ধারণ করছে, এবং তাই বুদ্ধিমান মানুষের জড় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি সাধনের জন্য তার শক্তির সদ্ব্যবহার করা উচিত। আকাশে, বায়ুতে, মাটিতে এবং জলে উৎপন্ন সমস্ত বস্তুই ভগবানের, এবং ভগবান প্রতিটি জীবেরই আহারের ব্যবস্থা করেছেন। তাই অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে, সংসার-চক্রে পুনরায় অধঃপতিত হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে, অনর্থক সময় এবং শক্তির অপচয় করা উচিত নয়।

শ্লোক ১৫

দেবান্‌ঋষীন্ নৃভূতানি পিতৃনাত্মানমন্বহম্ ।
স্ববৃত্ত্যাগতবিত্তেন যজেত পুরুষং পৃথক্ ॥ ১৫ ॥

দেবান্—দেবতাদের; **ঋষীন্**—মহর্ষিদের; **নৃ**—মানুষদের; **ভূতানি**—জীবদের; **পিতৃন্**—পূর্বপুরুষদের; **আত্মানম্**—আত্মা বা পরমাত্মার; **অন্বহম্**—প্রতিদিন;

স্ব-বৃত্ত্যা—নিজের বৃত্তির দ্বারা; **আগত-বিত্তেন**—আপনা থেকেই যে ধন আসে; **যজেত**—পূজা করা উচিত; **পুরুষম্**—সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পুরুষকে; **পৃথক্**—পৃথকভাবে।

অনুবাদ

প্রতিদিন সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরম পুরুষের আরাধনা করা উচিত, এবং তার ভিত্তিতে পৃথকভাবে দেবতাদের, ঋষিদের, মানুষদের, জীবদের, পিতৃদের ও নিজের আত্মাকে পূজা করা কর্তব্য। এইভাবে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরম পুরুষকে পূজা করা যায়।

শ্লোক ১৬

যর্হ্যাত্মনোঽধিকারাদ্যাঃ সর্বাঃ স্যুর্যজ্ঞসম্পদঃ ।
বৈতানিকেন বিধিনা অগ্নিহোত্রাদিনা যজেৎ ॥ ১৬ ॥

যর্হি—যখন; **আত্মনঃ**—নিজের; **অধিকার-আদ্যাঃ**—সম্পূর্ণ অধিকারের অন্তর্গত বস্তু; **সর্বাঃ**—সব কিছু; **স্যুঃ**—হয়; **যজ্ঞ-সম্পদঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সামগ্রী বা ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের উপায়; **বৈতানিকেন**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিধি বর্ণনাকারী প্রামাণিক গ্রন্থ; **বিধিনা**—বিধি অনুসারে; **অগ্নি-হোত্র-আদিনা**—অগ্নিহোত্র ইত্যাদি যজ্ঞের দ্বারা; **যজেৎ**—ভগবানের আরাধনা করা উচিত।

অনুবাদ

যখন মানুষ ধন এবং জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়, তখন তার কর্তব্য শাস্ত্রের বিধি অনুসারে অগ্নিহোত্র আদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা। এইভাবে ভগবানের আরাধনা করা উচিত।

তাৎপর্য

গৃহস্থ যখন যথেষ্ট বৈদিক জ্ঞান লাভ করেন এবং ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য পূজা করার মতো যথেষ্ট সম্পদশালী হন, তখন তাঁর অবশ্য কর্তব্য প্রামাণিক শাস্ত্রের বিধি অনুসারে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা। *ভগবদ্গীতায়* (৩/৯) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*—সকলেই তার বৃত্তি অনুসারে কর্ম করতে পারে, কিন্তু সেই কর্মের ফল ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের

জন্য যজ্ঞে উৎসর্গ করা উচিত। সৌভাগ্যবশত কারও যদি আধ্যাত্মিক জ্ঞান থাকে এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মতো ধন থাকে, তা হলে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ করা তার অবশ্য কর্তব্য। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১২/৩/৫২) বলা হয়েছে—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥

সমস্ত বৈদিক সভ্যতার লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। সত্যযুগে তা সম্ভব অন্তরে ভগবানের ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতাযুগে ব্যয়বহুল যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা, দ্বাপর যুগে মন্দিরে ভগবানের অর্চনার দ্বারা, এবং এই কলিযুগে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা। তাই যারা বিদ্বান এবং ধনবান, তাদের সেই বিদ্যা এবং ধন সংকীর্তন আন্দোলন বা হরেকৃষ্ণ আন্দোলন বা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে সাহায্য করার মাধ্যমে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ব্যবহার করা অবশ্য কর্তব্য। সমস্ত শিক্ষিত এবং ধনী ব্যক্তিদের এই আন্দোলনে যোগদান করা উচিত, কারণ ধন এবং বিদ্যা ভগবানের সেবায় নিয়োগ করার মাধ্যমেই সার্থক হয়। ধন এবং বিদ্যা যদি ভগবানের সেবায় প্রয়োগ না করা হয়, তা হলে সেই মূল্যবান সম্পদ দুটি মায়ার সেবায় যুক্ত হতে বাধ্য। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং কবিদের শিক্ষা এখন মায়ার সেবায় নিযুক্ত হচ্ছে, এবং ধনীদের ধনও মায়ার সেবায় ব্যয় করা হচ্ছে। এই মায়ার সেবার ফলে সারা জগৎ জুড়ে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তাই ধনবান এবং বিদ্বান মানুষদের কর্তব্য, তাদের জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য উৎসর্গ করে এই সংকীর্তন আন্দোলনে যোগদান করা (*যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ*)।

শ্লোক ১৭

ন হ্যগ্নিমুখতোঽয়ং বৈ ভগবান্ সর্বযজ্ঞভুক্ ।
ইজ্যেত হবিষা রাজন্ যথা বিপ্রমুখে হুতৈঃ ॥ ১৭ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অগ্নি**—অগ্নি; **মুখতঃ**—মুখ থেকে বা অগ্নিশিখা থেকে; **অয়ম্**—এই; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **ভগবান্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **সর্ব-যজ্ঞ-ভুক্**—সর্বপ্রকার যজ্ঞফলের ভোক্তা; **ইজ্যেত**—পূজিত; **হবিষা**—ঘৃত আহুতির দ্বারা; **রাজন্**—হে রাজন্; **যথা**—যতখানি; **বিপ্র-মুখে**—ব্রাহ্মণদের মুখের মাধ্যমে; **হুতৈঃ**—শ্রেষ্ঠ অন্ন নিবেদনের দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা। ভগবান যদিও যজ্ঞাগ্নিতে নিবেদিত আহুতি ভক্ষণ করেন, তবুও হে রাজন্, অন্ন এবং ঘি দিয়ে তৈরি সুস্বাদু আহার্য যখন যোগ্য ব্রাহ্মণের মুখের মাধ্যমে তাঁকে নিবেদন করা হয়, তখন তিনি অধিক প্রসন্ন হন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৩/৯) উল্লেখ করা হয়েছে, *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*—সমস্ত সকাম কর্ম যজ্ঞের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান করা উচিত, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করা। *ভগবদ্গীতায়* অন্যত্র (৫/২৯) উল্লেখ করা হয়েছে—*ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্*। তিনিই হচ্ছেন পরম ঈশ্বর এবং সব কিছুর ভোক্তা। কিন্তু, যজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হলেও, শস্য এবং ঘি যখন আগুনে আহুতি দেওয়ার পরিবর্তে প্রসাদ তৈরি করে প্রথমে ব্রাহ্মণদের এবং তারপর অন্যদের তা বিতরণ করা হয়, তখন ভগবান অধিক প্রসন্ন হন। অধিকন্তু, বর্তমান সময়ে অগ্নিতে শস্য এবং ঘি আহুতি দিয়ে যজ্ঞ করার সুযোগ খুবই কম। বিশেষ করে ভারতবর্ষে ঘি প্রায় নেই বললেই চলে; তাই ঘি-এর পরিবর্তে মানুষ তেল ব্যবহার করছে। যজ্ঞে কিন্তু কখনও তেল আহুতি দেওয়ার কথা বলা হয়নি। কলিযুগে শস্য এবং ঘি-এর পরিমাণের মাত্রা হ্রাস পাচ্ছে, এবং যথেষ্ট পরিমাণে ঘি এবং অন্ন উৎপাদন করতে না পারার ফলে মানুষ চিন্তাগ্রস্ত হচ্ছে। তাই শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, *যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ*—এই যুগে যাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁরা সংকীর্তন আন্দোলনের মাধ্যমে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। সকলেরই কর্তব্য এই সংকীর্তন আন্দোলনে যোগদান করা, এবং এই আন্দোলনের অগ্নিতে তাদের জ্ঞান এবং ধন আহুতি দেওয়া। আমাদের সংকীর্তন আন্দোলনে বা হরেকৃষ্ণ আন্দোলনে, আমরা ভগবানকে প্রচুর পরিমাণে ভোগ নিবেদন করি, এবং তারপর তাঁর সেই প্রসাদ ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব এবং তারপর জনসাধারণকে বিতরণ করি। কৃষ্ণপ্রসাদ প্রথমে ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের নিবেদন করা হয়, এবং তারপর ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের প্রসাদ জনসাধারণকে বিতরণ করা হয়। এই প্রকার যজ্ঞ—হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন এবং প্রসাদ বিতরণ—যজ্ঞ বা বিষ্ণুর আনন্দ বিধানের জন্য যজ্ঞের সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণ এবং প্রামাণিক বিধি।

শ্লোক ১৮

তস্মাদ্ ব্রাহ্মণদেবেষু মর্ত্যাদিষু যথার্হতঃ ।
তৈস্তৈঃ কামৈর্যজস্বৈনং ক্ষেত্রজ্ঞং ব্রাহ্মণাননু ॥ ১৮ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **ব্রাহ্মণ-দেবেষু**—ব্রাহ্মণ এবং দেবতাদের মাধ্যমে; **মর্ত্য-আদিষু**—সাধারণ মানুষ এবং অন্য জীবদের মাধ্যমে; **যথা-অর্হতঃ**—তোমার সামর্থ্য অনুসারে; **তৈঃ তৈঃ**—সেই সব; **কামৈঃ**—অন্ন, ফুলমালা, চন্দন ইত্যাদি ভোগের বিবিধ উপকরণের দ্বারা; **যজস্ব**—পূজা করা উচিত; **এনম্**—এই; **ক্ষেত্রজ্ঞম্**—সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবানকে; **ব্রাহ্মণান্**—ব্রাহ্মণ; **অনু**—অনন্তর।

অনুবাদ

সুতরাং, হে রাজন্, প্রথমে ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের প্রসাদ প্রদান কর, এবং তাঁদের পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার করানোর পর, সেই প্রসাদ তোমার যোগ্যতা অনুসারে অন্য জীবদের মধ্যে বিতরণ কর। এইভাবে তুমি সমস্ত জীবের অথবা সমস্ত জীবের অন্তরে যে পরমাত্মা রয়েছেন তাঁর আরাধনা করতে সমর্থ হবে।

তাৎপর্য

সমস্ত জীবকে প্রসাদ বিতরণ করতে হলে, প্রথমে সেই প্রসাদ ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের নিবেদন করতে হবে, কারণ ব্রাহ্মণেরা হচ্ছেন দেবতাদের প্রতিনিধি। তার ফলে সকলের অন্তর্যামী ভগবান পূজিত হবেন। এটিই প্রসাদ নিবেদন করার বৈদিক বিধি। যখনই প্রসাদ বিতরণের মহোৎসব হয়, সেই প্রসাদ প্রথমে ব্রাহ্মণদের, তারপর শিশুদের ও বৃদ্ধদের, তারপর জনসাধারণকে ও স্ত্রীলোকদের, এবং তারপর কুকুর ও অন্যান্য গৃহপালিত পশুদের বিতরণ করতে হয়। যখন বলা হয় যে , পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, তার অর্থ এই নয় যে, সকলেই নারায়ণ অথবা কোন বিশেষ দরিদ্র ব্যক্তি হচ্ছেন নারায়ণ। এই প্রকার অপসিদ্ধান্ত এখানে বর্জিত হয়েছে।

শ্লোক ১৯

কুর্যাদপরপক্ষীয়ং মাসি প্রৌষ্ঠপদে দ্বিজঃ ।
শ্রাদ্ধং পিত্রোর্যথাবিত্তং তদ্বন্ধূনাং চ বিত্তবান্ ॥ ১৯ ॥

কুর্যাৎ—অনুষ্ঠান করা উচিত; **অপর-পক্ষীয়ম্**—কৃষ্ণপক্ষে; **মাসি**—আশ্বিন মাসে; **প্রৌষ্ঠ-পদে**—ভাদ্র মাসে; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **শ্রাদ্ধম্**—শ্রাদ্ধ; **পিত্রোঃ**—পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে; **যথা-বিত্তম্**—আয় অনুসারে; **তৎ-বন্ধূনাম্ চ**—এবং পূর্বপুরুষদের আত্মীয়-স্বজনদেরও; **বিত্তবান্**—ধনবান।

অনুবাদ

ধনবান ব্রাহ্মণ ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে পূর্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ নিবেদন করবেন। তেমনই আশ্বিন মাসের মহালয়ার সময় পূর্বপুরুষদের আত্মীয়-স্বজনদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ নিবেদন করবেন।

শ্লোক ২০-২৩

অয়নে বিষুবে কুর্যাদ্ ব্যতীপাতে দিনক্ষয়ে ।
চন্দ্রাদিত্যোপরাগে চ দ্বাদশ্যাং শ্রবণেষু চ ॥ ২০ ॥
তৃতীয়ায়াং শুক্লপক্ষে নবম্যামথ কার্তিকে ।
চতসৃষ্বপ্যষ্টকাসু হেমন্তে শিশিরে তথা ॥ ২১ ॥
মাঘে চ সিতসপ্তম্যাং মঘারাকাসমাগমে ।
রাকয়া চানুমত্যা চ মাসর্ক্ষাণি যুতান্যপি ॥ ২২ ॥
দ্বাদশ্যামনুরাধা স্যাচ্ছ্রবণস্তিস্র উত্তরাঃ ।
তিসৃষ্বেকাদশী বাসু জন্মর্ক্ষশ্রোণযোগযুক্ ॥ ২৩ ॥

অয়নে—মকর সংক্রান্তির দিন, যখন সূর্য উত্তরায়ণে ভ্রমণ করতে শুরু করে, এবং কর্কট সংক্রান্তির দিন, যখন সূর্য দক্ষিণায়নে ভ্রমণ করতে শুরু করে; **বিষুবে**—মেষ সংক্রান্তি এবং তুলা সংক্রান্তিতে; **কুর্যাৎ**—অনুষ্ঠান করা উচিত; **ব্যতীপাতে**—ব্যতীপাত যোগে; **দিন-ক্ষয়ে**—যে দিন তিনটি তিথির মিলন হয়, ত্র্যহস্পর্শে; **চন্দ্র-আদিত্য-উপরাগে**—চন্দ্র অথবা সূর্যগ্রহণের সময়; **চ**—এবং; **দ্বাদশ্যাম্ শ্রবণেষু**—শ্রবণ নক্ষত্রের দ্বাদশীতে; **চ**—এবং; **তৃতীয়ায়াম্**—অক্ষয় তৃতীয়ার দিন; **শুক্ল-পক্ষে**—শুক্লপক্ষে; **নবম্যাম্**—নবমী তিথিতে; **অথ**—ও; **কার্তিকে**—কার্তিক মাসে; **চতসৃষু**—চতুর্থীতে; **অপি**—ও; **অষ্টকাসু**—অষ্টকাতে; **হেমন্তে**—হেমন্তকালে; **শিশিরে**—শীতকালে; **তথা**—এবং; **মাঘে**—মাঘ মাসে; **চ**—এবং; **সিত-সপ্তম্যাম্**—শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে; **মঘা-রাকা-সমাগমে**—মঘা নক্ষত্র এবং

পূর্ণিমার সংযোগের সময়; **রাকয়া**—পূর্ণিমার দিন; **চ**—এবং; **অনুমত্যা**—পূর্ণিমার অল্পকাল পূর্বে যখন চন্দ্র সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয়নি; **চ**—এবং; **মাস-ঋক্ষাণি**—বিভিন্ন মাসের উৎস সদৃশ নক্ষত্র; **যুতানি**—একত্রে মিলিত; **অপি**—ও; **দ্বাদশ্যাম্**—দ্বাদশীর দিন; **অনুরাধা**—অনুরাধা নামক নক্ষত্র; **স্যাৎ**—হতে পারে; **শ্রবণঃ**—শ্রবণ নামক নক্ষত্র; **তিস্রঃ**—তিনটি (নক্ষত্র); **উত্তরাঃ**—উত্তরা নক্ষত্র (উত্তর ফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া এবং উত্তর ভাদ্রপদা); **তিসৃষু**—তিনে; **একাদশী**—একাদশী; **বা**—অথবা; **আসু**—এইগুলিতে; **জন্ম-ঋক্ষ**—নিজের জন্ম-নক্ষত্রে; **শ্রোণ**—শ্রবণ নক্ষত্রে; **যোগ**—সংযোগের দ্বারা; **যুক্**—যুক্ত।

অনুবাদ

মকর সংক্রান্তির দিন (যখন সূর্য উত্তরায়ণে ভ্রমণ করতে শুরু করে) অথবা কর্কট সংক্রান্তির দিন (যখন সূর্য দক্ষিণায়নে ভ্রমণ করতে শুরু করে), শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা উচিত। মেষ সংক্রান্তিতে, তুলা সংক্রান্তিতে ব্যতীপাত যোগে, ত্র্যহস্পর্শে, সূর্য এবং চন্দ্র গ্রহণের সময়, দ্বাদশীতে, শ্রবণ নক্ষত্রে, অক্ষয় তৃতীয়ায়, কার্তিক মাসের শুক্লাপক্ষের নবমী তিথিতে, এবং শীত ঋতুর চারটি অষ্টকায়, মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে, মঘাযুক্ত পূর্ণিমায়, পূর্ণ পূর্ণিমায় অথবা চন্দ্র যখন সম্পূর্ণ পূর্ণ নয় সেই সময়, মাসনাম নক্ষত্র যুক্ত পূর্ণিমায়, দ্বাদশী তিথিযুক্ত অনুরাধা, শ্রবণ, উত্তর ফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তর ভাদ্রপদা নক্ষত্রে অথবা উত্তর ফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া অথবা উত্তর ভাদ্রপদা একাদশীতে, এবং নিজের জন্ম-নক্ষত্রে অথবা শ্রবণ নক্ষত্রযুক্ত দিনে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

অয়ন শব্দটির অর্থ 'পথ' অথবা 'গমন'। বছরের যে ছয় মাস সূর্য উত্তর দিকে ভ্রমণ করে, তাকে বলা হয় উত্তরায়ণ, এবং যে ছয় মাসে দক্ষিণ দিকে গমন করে, তাকে বলা হয় দক্ষিণায়ন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৮/২৪-২৫) উল্লেখ করা হয়েছে। সূর্য যে দিন উত্তরায়ণে গমন করতে শুরু করে এবং মকর রাশিতে প্রবেশ করে, সেই দিনটিকে বলা হয় মকর সংক্রান্তি, এবং সূর্য যখন দক্ষিণায়নে ভ্রমণ করতে শুরু করে এবং কর্কট রাশিতে প্রবেশ করে, সেই দিনটিকে বলা হয় কর্কট সংক্রান্তি। বছরের এই দুটি দিনে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা উচিত।

বিষুব বা বিষুব সংক্রান্তির অর্থ হচ্ছে মেষ সংক্রান্তি, বা যে দিনটিতে সূর্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করে। সূর্য যে দিন তুলা রাশিতে প্রবেশ করে, সেই দিনটিকে বলা হয় তুলা সংক্রান্তি। এই দুটি দিন বছরে একবারই হয়। *যোগ* শব্দটির

অর্থ সূর্য এবং চন্দ্রের নভোমণ্ডলে ভ্রমণ করার সময় বিশেষ সম্পর্ক। সাতাশটি বিভিন্ন যোগ রয়েছে, তার মধ্যে সপ্তদশ যোগটিকে বলা হয় ব্যতীপাত। সেই দিনটিতে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা উচিত। তিথি বা চন্দ্রের দিন সূর্য এবং চন্দ্রের দূরত্ব অনুসারে বর্ণনা হয়ে থাকে। কখনও কখনও তিথি চব্বিশ ঘণ্টার কম হয়। যখন সূর্যোদয়ের পরে তিথি শুরু হয় এবং পরের দিন সূর্যাস্তের পূর্বে তিথি শেষ হয়, তখন উভয় সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিথিটি পূর্বের তিথি এবং পরবর্তী তিথিটিকে স্পর্শ করে। তাকে বলা হয় ত্র্যহস্পর্শ বা তিনটি তিথির স্পর্শ।

শ্রীল জীব গোস্বামী শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, একাদশী তিথিতে পূর্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা উচিত নয়। যখন মৃত্যুবার্ষিকী একাদশীর দিন পড়ে, তখন শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান একাদশীর দিন না করে দ্বাদশীর দিন করা উচিত। *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে* বলা হয়েছে—

যে কুর্বন্তি মহীপাল শ্রাদ্ধং চৈকাদশীদিনে ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা চ প্রেরকঃ ॥

একাদশীর দিন পূর্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ করা হলে, সেই শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠাতা এবং যার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করা হচ্ছে সেই পূর্বপুরুষ, এবং শ্রাদ্ধের পুরোহিত, সকলেই নরকে গমন করে।

শ্লোক ২৪

ত এতে শ্রেয়সঃ কালা নৃণাং শ্রেয়োবিবর্ধনাঃ ।
কুর্যাৎ সর্বাত্মনৈতেষু শ্রেয়োঽমোঘং তদায়ুষঃ ॥ ২৪ ॥

তে—অতএব; **এতে**—এই সমস্ত (জ্যোতিষ গণনার বর্ণনা); **শ্রেয়সঃ**—কল্যাণের; **কালাঃ**—সময়; **নৃণাম্**—মানুষদের জন্য; **শ্রেয়ঃ**—কল্যাণ; **বিবর্ধনাঃ**—বৃদ্ধি করে; **কুর্যাৎ**—অনুষ্ঠান করা উচিত; **সর্ব-আত্মনা**—অন্য কার্যকলাপের দ্বারা (কেবল শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানই নয়); **এতেষু**—এই সমস্ত (ঋতু); **শ্রেয়ঃ**—কল্যাণকারী; **অমোঘম্**—এবং সাফল্য; **তৎ**—মানুষের; **আয়ুষঃ**—আয়ুর।

অনুবাদ

এই সমস্ত কাল মানুষের পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলজনক বলে বিবেচনা করা হয়। এই সময়ে সমস্ত মঙ্গলজনক কার্য অনুষ্ঠান করা উচিত, কারণ সেই সমস্ত কার্যকলাপের ফলে মানুষ তার অল্প আয়ুষ্কালের মধ্যে সাফল্য অর্জন করে।

তাৎপর্য

কেউ যখন প্রাকৃতিক বিবর্তনের মাধ্যমে মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়, তখন তাকে আরও অগ্রসর হওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৫) বলা হয়েছে, *যান্তি দেবব্রতা দেবান্*—যারা দেবতাদের পূজা করে, তারা সেই সেই দেবতাদের লোকে উন্নীত হতে পারে। *যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্*—আর কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন, তা হলে তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যান। তাই মনুষ্য-জীবনে এমনভাবে কল্যাণকর কার্য অনুষ্ঠান করা উচিত, যাতে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। ভগবদ্ভক্তি কিন্তু কোন জড়-জাগতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে না। *অহৈতুক্যপ্রতিহতা*। অবশ্য, যারা জাগতিক স্তরে সকাম কর্মে যুক্ত, তাদের জন্য উপরোক্ত কাল এবং ঋতু অত্যন্ত অনুকূল।

শ্লোক ২৫

এষু স্নানং জপো হোমো ব্রতং দেবদ্বিজার্চনম্ ।
পিতৃদেবনৃভূতেভ্যো যদ্ দত্তং তদ্ধ্যনশ্বরম্ ॥ ২৫ ॥

এষু—এই সমস্ত কালে; **স্নানম্**—গঙ্গা, যমুনা আদি পবিত্র নদীতে স্নান; **জপঃ**—জপ; **হোমঃ**—হোম; **ব্রতম্**—ব্রত; **দেব**—ভগবান; **দ্বিজ-অর্চনম্**—ব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণবদের অর্চনা; **পিতৃ**—পিতৃপুরুষদের; **দেব**—দেবতাদের; **নৃ**—মানুষদের; **ভূতেভ্যঃ**—এবং অন্যান্য জীবদের; **যৎ**—যা কিছু; **দত্তম্**—নিবেদন করা হয়; **তৎ**—তা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অনশ্বরম্**—অক্ষয় ফল প্রদান করে।

অনুবাদ

এই সমস্ত ঋতুর পরিবর্তনের সময় কেউ যদি গঙ্গা, যমুনা আদি পবিত্র নদীতে স্নান করে, জপ করে, হোম করে, ব্রত করে, ভগবান, ব্রাহ্মণ, পিতৃ, দেবতা এবং অন্য সমস্ত জীবদের পূজা করে, এবং দান করে, তা হলে অক্ষয় ফল লাভ হয়।

শ্লোক ২৬

সংস্কারকালো জায়ায়া অপত্যস্যাত্মনস্তথা ।
প্রেতসংস্থা মৃতাহশ্চ কর্মণ্যভ্যুদয়ে নৃপ ॥ ২৬ ॥

সংস্কার-কালঃ—বৈদিক সংস্কারের উপযুক্ত সময়; **জায়ায়াঃ**—পত্নীর জন্য; **অপত্যস্য**—সন্তানের জন্য; **আত্মনঃ**—এবং নিজের জন্য; **তথা**—এবং; **প্রেত সংস্থা**—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া; **মৃত-অহঃ**—বাৎসরিক শ্রাদ্ধ; **চ**—এবং; **কর্মণি**—সকাম কর্মের; **অভ্যুদয়ে**—অগ্রগতির জন্য; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! পত্নীর, পুত্রের, এবং নিজের সংস্কার কালে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় এবং বাৎসরিক শ্রাদ্ধে, সকাম কর্মের উন্নতি সাধনের জন্য উপরোক্ত মাঙ্গলিক কর্মসমূহ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য।

তাৎপর্য

বেদে সন্তানের জন্মদিনে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়, এবং দীক্ষা আদি ব্যক্তিগত সংস্কারে নিজের পত্নীসহ নানা প্রকার অনুষ্ঠান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সমস্ত অনুষ্ঠান কাল, পরিস্থিতি এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে পালন করা উচিত। *ভগবদ্গীতায়* দৃঢ়ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তম্*—সব কিছুই শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে অনুষ্ঠান করা উচিত। কলিযুগে শাস্ত্রের নির্দেশ হচ্ছে সর্বদা সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা—*কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ*। সমস্ত শাস্ত্রোক্ত কর্ম সংকীর্তনের মাধ্যমে শুরু এবং শেষ করা উচিত। শ্রীল জীব গোস্বামী সেই উপদেশ দিয়েছেন।

শ্লোক ২৭-২৮

অথ দেশান্ প্রবক্ষ্যামি ধর্মাদিশ্রেয়আবহান্ ।
স বৈ পুণ্যতমো দেশঃ সৎপাত্রং যত্র লভ্যতে ॥ ২৭ ॥
বিম্বং ভগবতো যত্র সর্বমেতচ্চরাচরম্ ।
যত্র হ ব্রাহ্মণকুলং তপোবিদ্যাদয়ান্বিতম্ ॥ ২৮ ॥

অথ—তারপর; **দেশান্**—স্থান; **প্রবক্ষ্যামি**—আমি বর্ণনা করব; **ধর্ম-আদি**—ধর্ম ইত্যাদি অনুষ্ঠান; **শ্রেয়**—মঙ্গল; **আবহান্**—যা আনতে পারে; **সঃ**—তা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পুণ্যতমঃ**—পরম পবিত্র; **দেশঃ**—স্থান; **সৎ-পাত্রম্**—বৈষ্ণব; **যত্র**—যেখানে; **লভ্যতে**—পাওয়া যায়; **বিম্বম্**—(মন্দিরে) শ্রীবিগ্রহ; **ভগবতঃ**—ভগবানের

(যিনি আশ্রয়-স্বরূপ); **যত্র**—যেখানে; **সর্বম্ এতৎ**—এই সমগ্র জগৎ; **চরাচরম্**—স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত প্রাণী সহ; **যত্র**—যেখানে; **হ**—বস্তুতপক্ষে; **ব্রাহ্মণ-কুলম্**—ব্রাহ্মণদের সঙ্গ; **তপঃ**—তপস্যা; **বিদ্যা**—বিদ্যা; **দয়া**—দয়া; **অন্বিতম্**—সমন্বিত।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—আমি এখন যেখানে ধর্ম অনুষ্ঠান সুন্দররূপে সম্পাদন করা যায়, সেই স্থানের বর্ণনা করব। যে স্থানে বৈষ্ণব পাওয়া যায়, সেই স্থান সমস্ত মঙ্গলজনক কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য সর্বোত্তম। সমগ্র চরাচর বিশ্বের আধার ভগবানের শ্রীবিগ্রহ যে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত, সেই স্থান পুণ্যতম। অধিকন্তু, যেখানে ব্রাহ্মণেরা তপস্যা, বিদ্যা এবং দয়ার দ্বারা বৈদিক নিয়ম পালন করেন, সেই স্থানও পুণ্যতম।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে বৈষ্ণব মন্দিরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হন, এবং যেখানে বৈষ্ণবেরা ভগবানের সেবায় যুক্ত, সেই জায়গাটি যে কোন ধর্ম অনুষ্ঠানের পক্ষে সব চাইতে পবিত্র স্থান। বর্তমান সময়ে, বিশেষ করে বড় বড় শহরে মানুষেরা ছোট ছোট বাসগৃহে থাকে এবং তাদের পক্ষে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ অথবা মন্দির প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। তাই, প্রসারণশীল কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মঠ-মন্দিরগুলি ধর্ম অনুষ্ঠানের সব চাইতে পবিত্র স্থান। যদিও সাধারণ মানুষেরা ধর্ম অনুষ্ঠানে অথবা শ্রীবিগ্রহের আরাধনায় আগ্রহী নয়, তবুও কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সকলকেই কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের সুযোগ দিচ্ছে।

শ্লোক ২৯

যত্র যত্র হরের্অর্চা স দেশঃ শ্রেয়সাং পদম্ ।
যত্র গঙ্গাদয়ো নদ্যঃ পুরাণেষু চ বিশ্রুতাঃ ॥ ২৯ ॥

যত্র যত্র—যে যে স্থানে; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **অর্চা**—শ্রীবিগ্রহ পূজিত হয়; **সঃ**—সেই; **দেশঃ**—স্থান, দেশ অথবা অঞ্চল; **শ্রেয়সাম্**—সমস্ত কল্যাণের; **পদম্**—স্থান; **যত্র**—যেখানে; **গঙ্গা-আদয়ঃ**—গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, কাবেরী আদি; **নদ্যঃ**—পবিত্র নদী; **পুরাণেষু**—পুরাণে; **চ**—ও; **বিশ্রুতাঃ**—প্রসিদ্ধ।

অনুবাদ

যে স্থানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে তাঁর শ্রীবিগ্রহ বিধিবৎ পূজিত হয়, সেই স্থান অবশ্যই পবিত্র, এবং যে স্থানে পুরাণ-প্রসিদ্ধ গঙ্গা আদি পবিত্র নদী প্রবাহিত হয়, সেই স্থানও প্রসিদ্ধ। সেখানে যা কিছু আধ্যাত্মিক কার্য সম্পাদন হয়, তা অবশ্যই অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়।

তাৎপর্য

অনেক নাস্তিক রয়েছে যারা মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনার বিরোধী। কিন্তু এই শ্লোকে প্রামাণিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যে স্থানে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ পূজিত হয়, সেই স্থান জড়াতীত চিন্ময়। আরও বলা হয়েছে যে, অরণ্য সত্ত্ব-গুণাত্মক, এবং তাই যারা আধ্যাত্মিক জীবন অনুশীলন করতে চায়, তাদের অরণ্যে যাওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে (*বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত*)। কিন্তু বানরের মতো জীবন-যাপন করার জন্য অরণ্যে যাওয়া উচিত নয়। বানর এবং অন্যান্য হিংস্র পশুরাও বনে বাস করে, কিন্তু যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য বনে যান, তাঁর কর্তব্য ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা (*বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত*)। কেবল বনে গিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়; সেখানে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য। এই যুগে যেহেতু আধ্যাত্মিক অনুশীলনের জন্য বনে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই মন্দিরে ভক্তদের সঙ্গে শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করে এবং শাস্ত্রের বিধি অনুশীলন করে, বৈকুণ্ঠ পরিবেশে বাস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বন সত্ত্বগুণাত্মক, নগর ও গ্রাম রজোগুণাত্মক এবং বেশ্যালয়, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট তমোগুণাত্মক, কিন্তু ভগবানের মন্দির বৈকুণ্ঠ। তাই এখানে বলা হয়েছে, *শ্রেয়সাং পদম্*—তা হচ্ছে সব চাইতে পবিত্র এবং সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান।

সারা পৃথিবী জুড়ে বহু স্থানে আমরা ভক্তদের আশ্রয় দান করার জন্য এবং ভগবানের আরাধনা করার জন্য মঠ-মন্দির স্থাপন করছি। ভক্ত ছাড়া অন্য কেউ ভগবানের অর্চাবিগ্রহ পূজা করতে পারে না। যে সমস্ত পূজারীরা ভক্তের গুরুত্ব দেয় না, তারা পারমার্থিক জীবনের সর্ব নিম্নস্তরের কনিষ্ঠ অধিকারী। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২/৪৭) বলা হয়েছে—

অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে ।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥

"যে ব্যক্তি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের পূজা করে, কিন্তু ভক্তদের সঙ্গে অথবা অন্যান্য মানুষদের সঙ্গে কিভাবে আচরণ করতে হয় তা জানে না,

তাকে বলা হয় প্রাকৃত ভক্ত বা কনিষ্ঠ অধিকারী।" তাই মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ থাকা অবশ্য কর্তব্য, এবং সেখানে ভক্তের দ্বারা ভগবানের পূজা হওয়া উচিত। ভক্ত এবং শ্রীবিগ্রহের এই সমন্বয় সর্বোচ্চ স্তরের দিব্য স্থান সৃষ্টি করে।

তা ছাড়া গৃহস্থ ভক্ত যদি গৃহে শালগ্রাম শিলা বা ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজা করেন, তা হলে তাঁর গৃহ তীর্থস্থানে পরিণত হয়। তাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, এই তিনটি উচ্চ বর্ণের মানুষদের শালগ্রাম শিলা অথবা রাধাকৃষ্ণ কিংবা সীতারামের ছোট বিগ্রহ পূজা করার প্রথা রয়েছে। তার ফলে সব কিছুই মঙ্গলময় হয়ে ওঠে। কিন্তু এখন তারা শ্রীবিগ্রহের পূজা বন্ধ করে দিয়েছে। মানুষেরা আধুনিক হয়ে গেছে এবং নানা রকম পাপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে, এবং তার ফলে তারা সকলেই অত্যন্ত অসুখী।

বৈদিক সভ্যতায় তাই তীর্থস্থানগুলিকে সব চাইতে পবিত্র বলে মনে করা হয়, এবং জগন্নাথপুরী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, রামেশ্বর, প্রয়াগ, মথুরা আদি হাজার হাজার তীর্থস্থান রয়েছে। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক জীবনের অনুশীলনের এবং ভগবানের আরাধনা করার স্থান। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে, তার কেন্দ্রগুলিতে এসে আদর্শ আধ্যাত্মিক জীবনের অনুশীলন করার জন্য।

শ্লোক ৩০-৩৩

সরাংসি পুষ্করাদীনি ক্ষেত্রাণ্যর্হাশ্রিতান্যুত ।
কুরুক্ষেত্রং গয়শিরঃ প্রয়াগঃ পুলহাশ্রমঃ ॥ ৩০ ॥
নৈমিষং ফাল্গুনং সেতুঃ প্রভাসোঽথ কুশস্থলী ।
বারাণসী মধুপুরী পম্পা বিন্দুসরস্তথা ॥ ৩১ ॥
নারায়ণাশ্রমো নন্দা সীতারামাশ্রমাদয়ঃ ।
সর্বে কুলাচলা রাজন্ মহেন্দ্রমলয়াদয়ঃ ॥ ৩২ ॥
এতে পুণ্যতমা দেশা হরেরর্চাশ্রিতাশ্চ যে ।
এতান্ দেশান্ নিষেবেত শ্রেয়স্কামো হ্যভীক্ষ্ণশঃ ।
ধর্মো হ্যত্রেহিতঃ পুংসাং সহস্রাধিফলোদয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

সরাংসি—সরোবর; **পুষ্কর-আদীনি**—পুষ্কর আদি; **ক্ষেত্রাণি**—পবিত্র স্থান (যেমন কুরুক্ষেত্র, গয়াক্ষেত্র এবং জগন্নাথ পুরী); **অর্হ**—পূজনীয়, সাধু পুরুষ; **আশ্রিতানি**—

আশ্রয়স্থল; **উত**—প্রসিদ্ধ; **কুরুক্ষেত্রম্**—বিশেষ পবিত্র স্থান (ধর্মক্ষেত্র); **গয়শিরঃ**—গয়া নামক স্থান, যেখানে গয়াসুর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল; **প্রয়াগঃ**—গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম স্থলে পবিত্র স্থান; **পুলহ-আশ্রমঃ**—পুলহ মুনির আশ্রম; **নৈমিষম্**—নৈমিষারণ্য নামক স্থান (লক্ষ্ণৌর নিকটে); **ফাল্গুনম্**—যে স্থানে ফল্গু নদী প্রবাহিত হয়; **সেতুঃ**—সেতুবন্ধ, যেখানে শ্রীরামচন্দ্র ভারতবর্ষ এবং লঙ্কার সংযোগ স্থাপন করে সেতুবন্ধন করেছিলেন; **প্রভাসঃ**—প্রভাসক্ষেত্র; **অথ**—ও; **কুশ-স্থলী**—দ্বারাবতী বা দ্বারকা; **বারাণসী**—বারাণসী; **মধু-পুরী**—মথুরা; **পম্পা**—যেখানে পম্পা নামক সরোবর রয়েছে; **বিন্দু-সরঃ**—যে স্থানে বিন্দুসরোবর অবস্থিত; **তথা**—সেখানে; **নারায়ণ-আশ্রমঃ**—বদরিকাশ্রম; **নন্দা**—যেখানে নন্দা নদী প্রবাহিত হয়; **সীতা-রাম**—শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতাদেবীর; **আশ্রম-আদয়ঃ**—চিত্রকূট আদি আশ্রয়স্থল; **সর্বে**—এই সমস্ত স্থান; **কুলাচলাঃ**—পার্বত্য অঞ্চল; **রাজন্**—হে রাজন্; **মহেন্দ্র**—মহেন্দ্র নামক; **মলয়-আদয়ঃ**—মলয়াচল আদি স্থান; **এতে**—সেই সব; **পুণ্য-তমাঃ**—অত্যন্ত পবিত্র; **দেশাঃ**—স্থান; **হরেঃ**—ভগবানের; **অর্চ-আশ্রিতাঃ**—যেখানে রাধা-কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ পূজিত হয় (যেমন আমেরিকার নিউ ইয়র্ক, লস এঞ্জেলেস, স্যান ফ্রানসিসকো, এবং ইউরোপের লন্ডন, প্যারিস আদি বড় বড় শহরে, যেখানে কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের মন্দির রয়েছে); **চ**—ও; **যে**—যে সমস্ত; **এতান্ দেশান্**—এই সমস্ত দেশে; **নিষেবেত**—পূজা করা অথবা দেখতে যাওয়া উচিত; **শ্রেয়ঃ-কামঃ**—যিনি মঙ্গল কামনা করেন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অভীক্ষ্ণশঃ**—বার বার; **ধর্মঃ**—ধর্ম অনুষ্ঠান; **হি**—যার থেকে; **অত্র**—এই সমস্ত স্থানে; **ঈহিতঃ**—অনুষ্ঠিত; **পুংসাম্**—মানুষদের; **সহস্র-অধি**—এক হাজার গুণেরও অধিক; **ফল-উদয়ঃ**—ফল উৎপাদন করে।

অনুবাদ

পুষ্কর আদি পবিত্র সরোবর এবং যে সমস্ত স্থানে মহাত্মারা বাস করেন, যেমন কুরুক্ষেত্র, গয়া, প্রয়াগ, পুলহাশ্রম, নৈমিষারণ্য, ফল্গু নদী, সেতুবন্ধ, প্রভাস, দ্বারকা, বারাণসী, মথুরা, পম্পা, বিন্দুসরোবর, বদরিকাশ্রম (নারায়ণ আশ্রম), নন্দা নদী, এবং যে সমস্ত স্থানে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, যেমন চিত্রকেতু, মহেন্দ্র এবং মলয় আদি পর্বত—এই সমস্ত স্থান অত্যন্ত পবিত্র এবং পুণ্যতীর্থ বলে মনে করা হয়। তেমনই, ভারতবর্ষের বাইরে যে সমস্ত স্থানে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কেন্দ্র রয়েছে এবং যেখানে রাধাকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ পূজিত হয়, পারমার্থিক উন্নতি সাধনে অভিলাষী ব্যক্তির সেই সমস্ত স্থানে গমন

করে ভগবানের আরাধনা করা উচিত। এই সমস্ত স্থানে অনুষ্ঠিত কর্ম হাজার হাজার গুণ অধিক ফল উৎপাদন করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকগুলিতে এবং ঊনত্রিংশতি শ্লোকে একই তত্ত্ব দৃঢ়তাপূর্বক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—*হরের্চাশ্রিতাশ্চ যে* বা *হরের্চা*। অর্থাৎ, যে স্থানে ভক্তের দ্বারা ভগবান পূজিত হন, সেই স্থান সব চাইতে মহত্ত্বপূর্ণ। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবীর মানুষকে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের মাধ্যমে কৃষ্ণভক্তি লাভ করার সুযোগ প্রদান করছে, যেখানে তারা ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে কেবল সুফলই লাভ করছে না, অধিকন্তু সেই ফল সহস্রগুণে বর্ধিত হচ্ছে। সেটিই মানব-সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণকর কার্য। এটিই ছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য, এবং তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করে *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে* (*অন্ত্যলীলা* ৪/১২৬) বলা হয়েছে—

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি-গ্রাম ।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে, এই হরেকৃষ্ণ আন্দোলন ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীর প্রতিটি নগরে এবং গ্রামে প্রচারিত হবে, যার ফলে এই পৃথিবীর সকলেই এই আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করে পরম মঙ্গলময় আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে পারবে। আধ্যাত্মিক জীবন ব্যতীত কোন কিছুই মঙ্গলময় নয়। *মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ* (*গীতা* ৯/১২)। কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত সকাম কর্মের দ্বারা অথবা মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা কেউই কখনও সফল হতে পারে না। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সকলেরই কর্তব্য কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে অংশ গ্রহণ করা এবং আধ্যাত্মিক জীবনের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা।

শ্লোক ৩৪

পাত্রং ত্বত্র নিরুক্তং বৈ কবিভিঃ পাত্রবিত্তমৈঃ ।
হরিরেবৈক উর্বীশ যন্ময়ং বৈ চরাচরম্ ॥ ৩৪ ॥

পাত্রম্—দান প্রদানের যোগ্য ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **অত্র**—এই জগতে; **নিরুক্তম্**—নিশ্চিত; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **কবিভিঃ**—বিদ্বান ব্যক্তিদের দ্বারা; **পাত্র-বিত্তমৈঃ**—যাঁরা

দান প্রদানের যোগ্য ব্যক্তিকে খুঁজে বার করতে দক্ষ; **হরিঃ**—ভগবান; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **একঃ**—একমাত্র; **উর্বী-ঈশ**—হে পৃথিবীপতি; **যৎ-ময়ম্**—যাতে সব কিছু আশ্রিত; **বৈ**—যাঁর থেকে সব কিছু আসছে; **চরাচরম্**—এই ব্রহ্মাণ্ডের স্থাবর এবং জঙ্গম সব কিছু।

অনুবাদ

হে পৃথিবীনাথ! দক্ষ বিদ্বানগণ বিবেচনা করেছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের স্থাবর এবং জঙ্গম, সব কিছুর আশ্রয় এবং উৎস ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, যাঁকে সব কিছু দান করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

আমরা যখন ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ বিষয়ক কোন ধর্ম অনুষ্ঠান করি, তখন তা কাল, দেশ এবং পাত্র অনুসারে অনুষ্ঠান করতে হয়। নারদ মুনি ইতিপূর্বে দেশ এবং কাল সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। কুড়ি থেকে চব্বিশ শ্লোকে, *অয়নে বিষুবে কুর্যাদ্ ব্যতীপাতে দিনক্ষয়ে* উক্তিটি দিয়ে শুরু করে তিনি কাল সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন এবং দান ও ধর্ম অনুষ্ঠানের স্থান ত্রিশ থেকে তেত্রিশ শ্লোকে, *সরাংসি পুষ্করাদীনি ক্ষেত্রাণ্যর্হাশ্রিতান্যুত* দিয়ে শুরু করে বর্ণনা করেছেন। এখন, কাকে সব কিছু নিবেদন করা কর্তব্য তা এই শ্লোকে নির্দিষ্ট হয়েছে। *হরিরেবৈক উর্বীশ যন্ময়ং বৈ চরাচরম্।* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সব কিছুর মূল, এবং তাই তিনি শ্রেষ্ঠ পাত্র, অর্থাৎ তাঁকেই সব কিছু প্রদান করা কর্তব্য। *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) বলা হয়েছে—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

কেউ যদি প্রকৃত শান্তি এবং সমৃদ্ধি উপভোগ করতে চান, তা হলে তাঁর সব কিছু প্রকৃত ভোক্তা, প্রকৃত বন্ধু এবং প্রকৃত মালিক শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা উচিত। তাই বলা হয়েছে—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৪/৩১/১৪)

অচ্যুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করার দ্বারা অথবা সন্তুষ্ট করার দ্বারা সকলকেই সন্তুষ্ট করা যায়। ঠিক যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলে শাখা-প্রশাখা, পাতা এবং ফুল, সব কিছুতেই জল দেওয়া হয়ে যায়, অথবা উদরকে খাদ্য দিলে দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়। তাই ভগবদ্ভক্ত ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করার জন্য কেবল ভগবানকেই সব কিছু নিবেদন করেন।

শ্লোক ৩৫

দেবর্ষ্যর্হৎসু বৈ সৎসু তত্র ব্রহ্মাত্মজাদিষু ।
রাজন্ যদগ্রপূজায়াং মতঃ পাত্রতয়াচ্যুতঃ ॥ ৩৫ ॥

দেবর্ষি—নারদ মুনি আদি দেবর্ষিদের মধ্যে; **অর্হৎসু**—সব চাইতে শ্রদ্ধেয় এবং পূজনীয় ব্যক্তিদের মধ্যে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সৎসু**—মহান ভক্তগণ; **তত্র**—সেখানে (রাজসূয় যজ্ঞে); **ব্রহ্ম-আত্মজাদিষু**—(সনক, সনন্দন, সনৎ এবং সনাতন আদি) ব্রহ্মার পুত্রগণ; **রাজন্**—হে রাজন্; **যৎ**—যাঁর থেকে; **অগ্র-পূজায়াম্**—সর্বপ্রথমে যিনি পূজনীয়; **মতঃ**—নির্ধারিত; **পাত্রতয়া**—রাজসূয় যজ্ঞের সভাপতিত্ব করার জন্য মনোনীত সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; **অচ্যুতঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, আপনার রাজসূয় যজ্ঞে বহু দেবতা, বহু মুনি-ঋষি, এমন কি ব্রহ্মার চারপুত্র এবং আমি উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু যখন প্রশ্ন উঠল কে অগ্রপূজা লাভ করবে, তখন সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মনোনীত করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই উক্তিটি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পর্কে। সেই সভায় অগ্রপূজা কে লাভ করবে তা নিয়ে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে মনোনীত করেছিলেন। একমাত্র শিশুপালই সেই নির্বাচনের বিরোধিতা করেছিল এবং তার ঘোর বিরোধের ফলে সে ভগবান কর্তৃক নিহত হয়।

শ্লোক ৩৬

জীবরাশিভিরাকীর্ণ অণ্ডকোশাঙ্ঘ্রিপো মহান্ ।
তন্মূলত্বাদচ্যুতেজ্যা সর্বজীবাত্মতর্পণম্ ॥ ৩৬ ॥

জীব-রাশিভিঃ—কোটি কোটি জীব; **আকীর্ণঃ**—পূর্ণ বা ব্যাপ্ত; **অণ্ড-কোশ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **অঙ্ঘ্রিপঃ**—বৃক্ষের মতো; **মহান্**—অত্যন্ত মহান; **তৎ-মূলত্বাৎ**—সেই বৃক্ষের মূল হওয়ার ফলে; **অচ্যুত-ইজ্যা**—ভগবানের পূজা; **সর্ব**—সকলের; **জীব-আত্ম**—জীব; **তর্পণম্**—সন্তুষ্টি।

অনুবাদ

জীবরাশিতে পূর্ণ এই ব্রহ্মাণ্ড একটি বৃক্ষের মতো, যার মূল হচ্ছেন ভগবান অচ্যুত (শ্রীকৃষ্ণ)। তাই শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা হলেই সমস্ত জীবের তৃপ্তি হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১০/৮) ভগবান বলেছেন—

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥

"আমি জড় এবং চেতন জগতের সব কিছুর উৎস। সব কিছু আমার থেকে প্রবর্তিত হয়। সেই তত্ত্ব অবগত হয়ে যাঁরা শুদ্ধ ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন, তাঁরাই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী।" মানুষেরা অন্য জীবদের, বিশেষ করে গরীবদের সেবা করতে অত্যন্ত আগ্রহী। যদিও তারা এই সেবা করার বহু পন্থা উদ্ভাবন করেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা অসহায় জীবদের হত্যা করতে অত্যন্ত পারদর্শী। এই ধরনের সেবা বা দয়া *বেদে* অনুমোদিত হয়নি। পূর্ববর্তী শ্লোকে যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অভিজ্ঞ মহাত্মাগণ নির্ণয় করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই সব কিছুর মূল, এবং শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা হলে সকলেরই পূজা করা হয়ে যায়, ঠিক যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলে গাছের সমস্ত শাখা-প্রশাখা তৃপ্ত হয়।

এখানে আর একটি তথ্য হচ্ছে যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সব কয়টি গ্রহলোক জীবে পূর্ণ (*জীবরাশিভিরাকীর্ণঃ*)। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা এবং তথাকথিত পণ্ডিতেরা মনে করে যে, এই পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন লোকে জীব নেই। সম্প্রতি তারা বলেছে যে, তারা চাঁদে গিয়েছে কিন্তু সেখানে তারা কোন জীব দেখতে পায়নি। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে সেই মূর্খ সিদ্ধান্তের সমর্থন করা হয়নি। সর্বত্র জীব রয়েছে, কেবল একটি দুটি জীব নয়, *বরং জীবরাশিভিঃ*—কোটি কোটি জীবে পূর্ণ। এমন কি সূর্যলোকেও জীব রয়েছে, যদিও সেটি হচ্ছে একটি অগ্নিময় লোক। সূর্যলোকের লোকপাল হচ্ছে বিবস্বান (*ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্*)। জীবনের বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে,

সমস্ত গ্রহলোকই বিভিন্ন প্রকার জীবে পূর্ণ। কেউ যখন বলে যে, এই পৃথিবীই কেবল জীবে পূর্ণ এবং অন্যান্য সমস্ত গ্রহগুলি একেবারে ফাঁকা, সেটি নিতান্ত মূর্খের উক্তি। তাদের এই উক্তিতে তাদের প্রকৃত জ্ঞানের অভাবই সিদ্ধ হয়।

শ্লোক ৩৭

পুরাণ্যনেন সৃষ্টানি নৃতির্যগৃষিদেবতাঃ ।
শেতে জীবেন রূপেণ পুরেষু পুরুষো হ্যসৌ ॥ ৩৭ ॥

পুরাণি—বাসস্থান বা দেহ; **অনেন**—তাঁর দ্বারা; **সৃষ্টানি**—সেই সৃষ্টিতে; **নৃ**—মানুষ; **তির্যক্**—মনুষ্য ব্যতীত অন্যান্য প্রাণী (পশু, পক্ষী, ইত্যাদি); **ঋষি**—ঋষি; **দেবতাঃ**—এবং দেবতাগণ; **শেতে**—শয়ন করেন; **জীবেন**—জীব সহ; **রূপেণ**—পরমাত্মারূপে; **পুরেষু**—এই সমস্ত স্থানে বা দেহে, **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অসৌ**—তিনি (পরমেশ্বর ভগবান)।

অনুবাদ

ভগবান মানুষ, পশু, পক্ষী, ঋষি, দেবতা ইত্যাদি বহু প্রকার শরীররূপী বাসস্থান সৃষ্টি করেছেন। এই সমস্ত অসংখ্য শরীরে ভগবান পরমাত্মারূপে বাস করেন, তার ফলে তিনি পুরুষাবতার নামে প্রসিদ্ধ।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৬১) বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।" ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীব তার অস্তিত্বের জন্য ভগবানের কৃপার উপর আশ্রিত, এবং যে শরীরেই জীব থাকুক না কেন, ভগবান সর্বদা তার সঙ্গে থাকেন। জীব বিশেষ প্রকার জড়সুখ ভোগ করতে চায়, এবং তার ফলে ভগবান তাকে শরীর প্রদান করেন, যা ঠিক একটি যন্ত্রের মতো। সেই শরীরে তাকে জীবিত রাখার জন্য ভগবান তার সঙ্গে পুরুষরূপে (ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে) থাকেন। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতাতেও* (৫/৩৫) প্রতিপন্ন হয়েছে—

একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ ।
অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি তাঁর অংশের দ্বারা প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে ও প্রতিটি পরমাণুতে প্রবেশ করেন, এবং এইভাবে তিনি সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে তাঁর অনন্ত শক্তি প্রকাশ করেন।" জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশ। জীবকে জড়সুখ ভোগ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ভগবান পুরুষরূপে তার সঙ্গে থাকেন।

শ্লোক ৩৮

তেষ্বেব ভগবান্ রাজংস্তারতম্যেন বর্ততে ।
তস্মাৎ পাত্রং হি পুরুষো যাবানাত্মা যথেয়তে ॥ ৩৮ ॥

তেষু—(দেবতা, মানুষ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি) বিভিন্ন প্রকার শরীরের মধ্যে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবান্**—ভগবান তাঁর পরমাত্মারূপে; **রাজন্**—হে রাজন্; **তারতম্যেন**—তুলনামূলকভাবে, ন্যূনাধিক; **বর্ততে**—অবস্থিত; **তস্মাৎ**—অতএব; **পাত্রম্**—পরম পুরুষ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **পুরুষঃ**—পরমাত্মা; **যাবান্**—যতখানি; **আত্মা**—উপলব্ধির মাত্রা; **যথা**—তপস্যার বিকাশ; **ঈয়তে**—প্রকাশিত হয়।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, প্রতিটি শরীরে পরমাত্মা জীবকে তার উপলব্ধির ক্ষমতা অনুসারে বুদ্ধি প্রদান করেন। তাই শরীরে পরমাত্মাই হচ্ছেন প্রধান। জীবের জ্ঞান, তপস্যা, ইত্যাদির তুলনামূলক বিকাশ অনুসারে জীবাত্মার কাছে পরমাত্মা প্রকাশিত হন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) বলা হয়েছে, *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—অন্তর্যামীরূপে ভগবান জীবাত্মার ক্ষমতা অনুসারে তাকে বুদ্ধি প্রদান করেন। তাই আমরা উচ্চ এবং নিচ বিভিন্ন স্তরে জীবকে দেখতে পাই। পশু অথবা পক্ষীর শরীরে জীবাত্মা উন্নত চেতনাসম্পন্ন মানুষের মতো পরমাত্মার উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না। তাই বিভিন্ন স্তরের দেহ রয়েছে। মানব-সমাজে, আদর্শ ব্রাহ্মণ হচ্ছেন অধ্যাত্ম

চেতনায় সব চাইতে উন্নত, এবং ব্রাহ্মণের থেকেও উন্নত হচ্ছেন বৈষ্ণব। তাই শ্রেষ্ঠ পুরুষ হচ্ছেন বৈষ্ণব এবং বিষ্ণু। দান করার সময় *ভগবদ্গীতার* (১৭/২০) নির্দেশ গ্রহণ করা উচিত—

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে ।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥

"দান করা কর্তব্য বলে মনে করে প্রত্যুপকারের আশা না করে, উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত পাত্রে যে দান করা হয় তাকে সাত্ত্বিক দান বলা হয়।" ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদেরই দান করা উচিত, কারণ তার ফলে ভগবানের পূজা হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য মন্তব্য করেছেন—

ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু ন বিশেষো হরেঃ ক্বচিৎ ।
ব্যক্তিমাত্রবিশেষেণ তারতম্যং বদন্তি চ ॥

ব্রহ্মা থেকে শুরু করে পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেই পরমাত্মার দ্বারা পরিচালিত (*ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*)। কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশের ফলে, বিশেষ ব্যক্তিকে মহৎ বলে বিবেচনা করা হয়। তাই ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হচ্ছেন মহৎ, এবং সর্বোপরি ভগবান পরমাত্মা হচ্ছেন মহত্তম।

শ্লোক ৩৯

দৃষ্ট্বা তেষাং মিথো নৃণামবজ্ঞানাত্মতাং নৃপ ।
ত্রেতাদিষু হরেরর্চা ক্রিয়ায়ৈ কবিভিঃ কৃতা ॥ ৩৯ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **তেষাম্**—ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে; **মিথঃ**—পারস্পরিক; **নৃণাম্**—মানব-সমাজের; **অবজ্ঞান-আত্মতাম্**—পরস্পরের মধ্যে অশ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার; **নৃপ**—হে রাজন্; **ত্রেতা-আদিষু**—ত্রেতাযুগ থেকে শুরু করে; **হরেঃ**—ভগবানের; **অর্চা**—(মন্দিরে) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা; **ক্রিয়ায়ৈ**—পূজার বিধি প্রচলন করার উদ্দেশ্যে; **কবিভিঃ**—জ্ঞানবান ব্যক্তিদের দ্বারা; **কৃতা**—করা হয়েছে।

অনুবাদ

হে রাজন্, ত্রেতাযুগের শুরুতে ঋষিরা যখন মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ দর্শন করলেন, তখন তাঁরা মন্দিরে নানা উপচারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের অর্চনার প্রচলন করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১২/৩/৫২) বলা হয়েছে—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥

"সত্যযুগে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করে, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, এবং দ্বাপরযুগে ভগবানের অর্চনা করে যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের দ্বারা সেই ফল লাভ করা যায়।" সত্যযুগে প্রতিটি ব্যক্তি আধ্যাত্মিক চেতনায় অত্যন্ত উন্নত ছিলেন, এবং মহান ব্যক্তিদের মধ্যে কোন রকম বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু, ক্রমশ, কালের অগ্রগতির ফলে ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে অশ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে উত্তম বৈষ্ণবকে বিষ্ণুর থেকে অধিক শ্রদ্ধা করা উচিত। সেই সম্বন্ধে *পদ্ম পুরাণে* বলা হয়েছে, *আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্*—সমস্ত আরাধনার মধ্যে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই সর্বশ্রেষ্ঠ। *তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্*—কিন্তু তার থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে বৈষ্ণবের আরাধনা করা।

পূর্বে সমস্ত কার্যকলাপই বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হত, কিন্তু সত্যযুগের পর বৈষ্ণবদের মধ্যে অশ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, বৈষ্ণব হচ্ছেন তিনি, যিনি অন্যদের বৈষ্ণব হতে সাহায্য করেন। বহু জীবকে বৈষ্ণবে পরিণত করার আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন নারদ মুনি। যে মহাভাগবত বৈষ্ণব অন্যদের বৈষ্ণবে পরিণত করেন, তিনি পূজনীয়, কিন্তু জড় কলুষের ফলে, কখনও কখনও কনিষ্ঠ বৈষ্ণবেরা সেই মহান বৈষ্ণবের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। যখন মহাত্মারা এই কলুষ দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁরা মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ আরাধনার প্রথা প্রচলন করেছিলেন। তা শুরু হয়েছিল ত্রেতাযুগে এবং দ্বাপরযুগে তা বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করে (*দ্বাপরে পরিচর্যায়াম্*)। কিন্তু কলিযুগে ভগবানের অর্চনার অবহেলা হচ্ছে। তাই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন শ্রীবিগ্রহ আরাধনার থেকেও অধিক শক্তিশালী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোন মন্দির বা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা না করে, সংকীর্তন আন্দোলনের ব্যাপক প্রচার দ্বারা তার একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন। তাই কৃষ্ণভাবনাময় প্রচারকদের সংকীর্তন আন্দোলনে, বিশেষ করে, দিব্য গ্রন্থাবলী বিতরণে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। তার ফলে সংকীর্তন আন্দোলনের সাহায্য হয়। যখন শ্রীবিগ্রহ আরাধনার সম্ভাবনা থাকে, তখন আমরা মঠ মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে পারি, কিন্তু

সাধারণত চিন্ময় গ্রন্থাবলী বিতরণে আমাদের অধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, কারণ তার ফলে মানুষকে কৃষ্ণভক্তে পরিণত করা যাবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২/৪৭) বলা হয়েছে—

অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে ।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥

"যে ব্যক্তি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে মন্দিরে ভগবানের অর্চনায় যুক্ত, কিন্তু ভক্তদের প্রতি অথবা অন্য মানুষদের প্রতি কিভাবে আচরণ করতে হয় তা জানে না, তাকে বলা হয় প্রাকৃত ভক্ত বা কনিষ্ঠ ভক্ত।" প্রাকৃত ভক্ত বা কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত জড়-জাগতিক স্তরে রয়েছে। সে অবশ্যই ভগবানের পূজা করে, কিন্তু সে শুদ্ধ ভক্তের কার্যকলাপ বুঝতে পারে না। অনেক সময় দেখা গেছে যে, কৃষ্ণভক্তি প্রচারকারী ভগবানের সেবারত মহাভাগবতকেও কনিষ্ঠ ভক্তেরা সমালোচনা করে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রকার কনিষ্ঠ ভক্তদের বর্ণনা করে বলেছেন—*সর্বপ্রাণিসম্মাননাসমর্থানামবজ্ঞা স্পর্ধাদিমতাং তু ভগবৎপ্রতিমৈব পাত্রমিত্যাহ*। যারা মহান ভক্তদের কার্যকলাপ যথাযথভাবে বুঝতে পারে না, শ্রীবিগ্রহের আরাধনাই তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র উপায়। *চৈতন্য-চরিতামৃতে* (*অন্ত্য-লীলা* ৭/১১) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন*—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অনুমোদিত না হলে, সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবানের পবিত্র নাম প্রচার করা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তেরা, যারা ভগবদ্ভক্তির নিম্নস্তরে রয়েছে, তারা সেই ভক্তের নিন্দা করে। তাদের জন্য শ্রীবিগ্রহের অর্চনা করার বিশেষভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৪০

ততোঽর্চায়াং হরিং কেচিৎ সংশ্রদ্ধায় সপর্যয়া ।
উপাসত উপাস্তাপি নার্থদা পুরুষদ্বিষাম্ ॥ ৪০ ॥

ততঃ—তারপর; **অর্চায়াম্**—শ্রীবিগ্রহ; **হরিম্**—স্বয়ং ভগবান (ভগবানের শ্রীবিগ্রহ ভগবান থেকে অভিন্ন); **কেচিৎ**—কেউ; **সংশ্রদ্ধায়**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **সপর্যয়া**—পূজার উপকরণ সহ; **উপাসতে**—আরাধনা করে; **উপাস্তা অপি**—(শ্রদ্ধা সহকারে নিয়মিতভাবে) শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করলেও; **ন**—না; **অর্থদা**—লাভপ্রদ; **পুরুষ-দ্বিষাম্**—যারা ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর ভক্তদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ।

অনুবাদ

কখনও কখনও কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত পূজার সমস্ত উপকরণ নিবেদন করে ভগবানের পূজা করে, কিন্তু যেহেতু সে ভগবানের ভক্তের প্রতি বিদ্বেষী, তাই ভগবান তার দ্বারা পূজিত হলেও তার প্রতি প্রসন্ন হন না।

তাৎপর্য

শ্রীবিগ্রহের অর্চনা বিশেষ করে কনিষ্ঠ ভক্তের বিশুদ্ধিকরণের জন্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রচার করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৯) বলা হয়েছে, *ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ*—কেউ যদি ভগবানের প্রিয় হতে চান, তা হলে ভগবানের মহিমা প্রচার করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজা করেন, প্রচারকদের প্রতি তাঁর অত্যন্ত শ্রদ্ধাপরায়ণ হওয়া উচিত; তা না হলে কেবল শ্রীবিগ্রহের পূজা করে সে কেবল কনিষ্ঠ অধিকারের স্তরেই থাকবে।

শ্লোক ৪১

পুরুষেষ্বপি রাজেন্দ্র সুপাত্রং ব্রাহ্মণং বিদুঃ ।
তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা ধত্তে বেদং হরেস্তনুম্ ॥ ৪১ ॥

পুরুষেষু—মানুষদের মধ্যে; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **রাজ-ইন্দ্র**—হে নৃপশ্রেষ্ঠ; **সু-পাত্রম্**—শ্রেষ্ঠ পাত্র; **ব্রাহ্মণম্**—যোগ্য ব্রাহ্মণকে; **বিদুঃ**—জানা উচিত; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **বিদ্যয়া**—বিদ্যার দ্বারা; **তুষ্ট্যা**—এবং প্রসন্নতা; **ধত্তে**—ধারণ করেন; **বেদম্**—বেদের দিব্য জ্ঞান; **হরেঃ**—ভগবানের; **তনুম্**—শরীর বা প্রতিনিধি।

অনুবাদ

হে রাজন্, সমস্ত মানুষদের মধ্যে যোগ্য ব্রাহ্মণকেই এই জগতে সর্বোত্তম বলে মনে করা উচিত, কারণ তিনি তপস্যা, বেদ অধ্যয়ন এবং সন্তোষের দ্বারা ভগবানের শরীরস্বরূপ হয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

বেদ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভগবান হচ্ছেন পরম পুরুষ। প্রতিটি জীবই এক-একজন পুরুষ, এবং ভগবান হচ্ছেন পরম পুরুষ। বৈদিক জ্ঞানে পারদর্শী

এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে পূর্ণরূপে অবগত ব্রাহ্মণ ভগবানের প্রতিনিধি, এবং তাই এই প্রকার ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবের পূজা করা উচিত। ব্রাহ্মণ থেকে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ কারণ ব্রাহ্মণ যদিও জানেন তিনি জড় পদার্থ নন, তিনি ব্রহ্ম, কিন্তু বৈষ্ণব জানেন যে, তিনি কেবল ব্রহ্মই নন, তিনি পরম ব্রহ্মের নিত্য দাস। তাই বৈষ্ণবের পূজা মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজার থেকেও শ্রেষ্ঠ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈঃ*—সমস্ত শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির মতো বলে বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বৈষ্ণব নিজেকে ভগবান বলে মনে করেন, তা অত্যন্ত নিন্দনীয় অপরাধ। যদিও ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব ভগবানেরই মতো পূজনীয়, তবুও ভক্ত সর্বদাই ভগবানের অনুগত দাসই থাকেন, এবং ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করার ফলে যে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা তিনি লাভ করেন তা কখনও উপভোগ করার চেষ্টা করেন না।

শ্লোক ৪২

নন্বস্য ব্রাহ্মণা রাজন্ কৃষ্ণস্য জগদাত্মনঃ ।
পুনন্তঃ পাদরজসা ত্রিলোকীং দৈবতং মহৎ ॥ ৪২ ॥

ননু—কিন্তু; **অস্য**—তাঁর দ্বারা; **ব্রাহ্মণাঃ**—যোগ্য ব্রাহ্মণ; **রাজন্**—হে রাজন্; **কৃষ্ণস্য**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **জগৎ-আত্মনঃ**—যিনি সমগ্র জগতের আত্মাস্বরূপ; **পুনন্তঃ**—পবিত্র করে; **পাদ-রজসা**—তাঁদের শ্রীপাদপদ্মের ধূলির দ্বারা; **ত্রি-লোকীম্**—ত্রিলোক; **দৈবতম্**—পূজ্য; **মহৎ**—অত্যন্ত মহান।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ব্রাহ্মণেরা, বিশেষ করে যাঁরা সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবানের মহিমা প্রচারে রত, তাঁরা জগদাত্মা ভগবানেরও পূজ্য। ব্রাহ্মণেরা তাঁদের প্রচারের দ্বারা, তাঁদের শ্রীপাদপদ্মের ধূলির দ্বারা ত্রিভুবনকে পবিত্র করেন, এবং তাই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণেরও পূজ্য।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৯) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ*। ব্রাহ্মণেরা সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করেন, এবং তাই,

যদিও তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন, ভগবানও তাঁদের পূজ্য বলে মনে করেন। এই সম্পর্ক পরস্পরের প্রতি প্রেমের সম্পর্ক। ব্রাহ্মণেরা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতে চান, এবং শ্রীকৃষ্ণও ব্রাহ্মণদের পূজা করতে চান। তাই ভগবানের মহিমা প্রচারে রত ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের পূজা করা ধর্মবিৎ, দার্শনিক এবং সাধারণ মানুষের কর্তব্য। যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজসূয় যজ্ঞে শত-সহস্র ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন, তবুও অগ্রপূজার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে মনোনীত করা হয়েছিল। তাই শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই পরম পুরুষ, কিন্তু তাঁর অহৈতুকী করুণার প্রভাবে তিনি ব্রাহ্মণদের তাঁর প্রিয়তম বলে মনে করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 'আদর্শ গৃহস্থ-জীবন' নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।